বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে

এইচএসসি বিএমটি দ্বাদশ শ্রেণির (২য় বর্ষ) ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য

বাংলা-২ সুপার সাজেশন

শর্ট সিলেবাস

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

এইচএসসি(ভোকেশনাল/বিএমটি/ডিপ্লোমা-ইন-কর্মাস) পরীক্ষা ২০২৪ এর পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি

শিক্ষাক্রম: এইচএসসি(ভোকেশনাল/বিএমটি/ডিপ্লোমা-ইন-কর্মাস) শ্রেণি: দ্বাদশ বিষয়: বাংলা-২ কোড: ৮১১২১/২১৮২১/১৭২১

ধারাবাহিক মূল্যায়ন: ৪০ চূড়ান্ত মূল্যায়ন:৬০

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পিরিয়ড সংখ্যা (তাত্ত্বিক)			
		ভোকেশনাল		বিএমটি	ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স
		তাত্ত্বিক	ব্যাবহারিক		
গদ্য(সৃজনশীল প্রশ্ন)	অপরিচিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২	১	২	৩
	গৃহ - রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	২	১	২	৩
	বায়ান্নর দিনগুলো - শেখ মুজিবুর রহমান	২	১	২	৩
কবিতা (সৃজনশীল প্রশ্ন)	বিদ্রোহী - কাজী নজরুল ইসলাম	২		২	২
	প্রতিদান - জসীমউদ্‌দীন	১	১	২	২
	আঠারো বছর বয়স - সুকান্ত ভট্টাচার্য	১	১	২	২
নাটক (সৃজনশীল)	সিরাজউদ্দৌলা - সিকান্দার আবু জাফর	৪	২	৪	৬
ব্যাকরণ	বাংলা বানানের নিয়ম	২	১	১	৩
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি (বিশেষ্য, আবেগ শব্দ, যোজক, অনুসর্গ)	২	১	২	৩
	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	২	১	১	৩
	প্রবন্ধ /রচনা (সাহিত্য,খেলাধুলা,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি,দেশ ও প্রকৃতি বিষয়ক)	২	১	২	৩
	মোট	৩৩		২২	৩৩

বাংলা গদ্য, পদ্য, নাটক থেকে যেহেতু সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন আসবে তাই এখান থেকে কোন সৃজনশীল প্রশ্ন হুবুহু কমন আসবে না। এখানে কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ধারণা এবং অনুশীলন করার জন্য । এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ অংশ হতে ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো মূলবই থেকে আরও বেশি বেশি পড়তে হবে। পরীক্ষাতে সৃজনশীল প্রশ্নে ভালো করতে হলে গদ্য, পদ্য, নাটক ভালোভাবে মূল বই থেকে পড়তে হবে।

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

গদ্য (সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর)

অপরিচিতা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"অপরিচিতা" গদ্যটি লেখক পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনললোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। মা মরা ছোট মেয়ে লাবনি আজ শ্বশুড় বাড়ি যাবে। সুখে থাকবে এই আশায় দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা যোগাড় করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রয়ে গেল। এদিকে বর পারভেজের বাবা হারুন মিয়ার এক কথা, সম্পূর্ণ টাকা না পেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। বিষয়টি পারভেজের কানে গেলে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'সে দরদাম বা কেনাবেচার পণ্য নয়। সে একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। ফিরতে হলে লাবনিকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরবে।'

ক. শম্ভুনাথ স্যাকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুপম ও পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়-বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ- ক. শম্ভুনাথ স্যাকরার হাতে এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

খ. উক্তিটি দ্বারা যৌতুক নিয়ে অবমাননাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় কন্যা সম্প্রদানে পিতার অসম্মতির মধ্য দিয়ে কথক অনুপমের অপমানের বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অনুপম-কল্যাণীর বিয়ে শুরুর পূর্বে অনুপমের মামা কন্যাপক্ষ প্রদত্ত গহনাগুলো স্যাকরা দিয়ে পরখ করায়। এমন অবমাননাকর পরিস্থিতিতে অনুপমের ভূমিকা না থাকায় কল্যাণীর বাবা কন্যা সম্প্রদানের অসম্মতি জানান। বাবা হয়ে মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেয়া এমন ঘটনা সচরাচর লক্ষণীয় নয়। এখানে এই ঘটনাকে অনুপমের ভাষায় বিরল এবং সমাজে অপমানজনক।

গ. পারভেজ এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম কেবল একটি কণ্ঠস্বর শুনে কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়ে। এরপর সেই কণ্ঠস্বরের মেয়েটিকে আড়চোখে বার বার দেখে। মেয়েটির চঞ্চলতা, সাহসিকতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা তাকে মুগ্ধ করে। উদার ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের এমন মেয়ে হয়তো আর দ্বিতীয়টি নেই, সে ভাবে, এর সাথেই কি আমার বিয়ে হবার কথা ছিল?

উদ্দীপকের পারভেজ সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী। পারভেজের বিয়েতে তার বাবা যৌতুক নিতে চাইলে সে তা অস্বীকার করে। সে বলে যে, সে কেনাবেচার পণ্য নয়। একজন মানুষকে সে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে। ফিরতে হলে তাকে নিয়েই সে বাড়ি ফিরবে।

ঘ."অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয় ।" মন্তব্যটি যথার্থ।

যারা যৌতুক দাবি করে তারা লোভী, নিষ্ঠুর, অমানুষ। বিয়েতে নিজেদের দাবিকৃত পণ না পেলে তাদের এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। এমনকি চাহিদামাফিক যৌতুক না পেলে তারা বিয়ের আসর ত্যাগ করার মতো সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করে না। তাদের এ ধরনের আচরণ সত্যিই অমানবিক।

'অপরিচিতা' গল্পে মামা অনুপমের বিয়েতে টাকা ও গহনা যৌতুক হিসেবে দাবি করেন এবং কন্যার পিতা এতে সম্মত হন। বিয়ের দিন, বিয়ে অনুষ্ঠানের ঠিক কিছুক্ষণ আগে তিনি কন্যার বাবাকে কন্যার গা থেকে গহনাগুলো খুলে আনতে বলেন; তিনি তা স্যাকরা দিয়ে যাচাই করাবেন। মামা এ ধরনের আচরণ ও কথাবার্তায় তার হীনতা, লোভ ও অমানবিকতারই পরিচয় দেন। উদ্দীপকের হারুন মিয়াও অনুপমের মামার মতোই লোভী। তিনিও কন্যাপক্ষের কাছে অঢেল যৌতুক দাবি করেন। কিন্তু কন্যার পিতা তা দিতে অসমর্থ হলে তিনি বিয়ের আসর থেকে চলে যাওয়ার হুমকি দেন।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামা এবং উদ্দীপকের হারুন মিয়া উভয়ই সমগোত্রীয়। তারা লোভী, হীন ও অমানবিক। এ কারণেই তারা একসূত্রে গাঁথা। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

২। জুয়েল আহমেদ বড় চাকরি করেন। মধ্যবিত্ত বাবার একমাত্র মেয়ে ফাতেমার সাথে তার বিয়ের দিন ধার্য হলো। পাত্র পক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ২ ভরি স্বর্ণালংকার যৌতুক হিসেবে চাইল। এমন পাত্র হাতছাড়া করা ঠিক হবে না ভেবে অসহায় পিতা রাজি হলেন।

ক. অনুপম হাতজোড় করার পর কার হৃদয় গলেছে?

খ. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী আর বিয়ে করবে না কেন?

গ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ,- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্পের পুরোপুরি ভাব উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে, তুমি কি একমত? পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তরঃ- ক. অনুপম হাতজোড় করার পর শম্ভুনাথ বাবুর হৃদয় গলেছে।

খ. পাত্রপক্ষের যৌতুকের স্বর্ণালংকার যাচাই করার মানসিকতার কারণে বিয়ে ভেঙে গেছে বলে কল্যাণী আর বিয়ে করবে না।

কল্যাণী বধূ সাজে সেজে বিয়ের জন্য প্রস্তুত। অথচ যৌতুক লোভী পাত্রপক্ষ তাদের গহনা যাচাই করতে চাইলে তাকে গহনাগুলো খুলে দিতে হয়। পাত্রপক্ষের এই হীন-মানসিকতার ফলে শম্ভুনাথ বাবু বিয়ে ভেঙে দেন এবং কল্যাণীও পণ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ সমাজে সে আর বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না।

গ. উদ্দীপকে যৌতুকের বিষয়টি যেভাবে ফুটে উঠেছে তা রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের মূলভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

HSC BMT

যৌতুকের বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পে যথার্থরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে বিয়ে হবে কী হবে না সেটা মুখ্য বিষয় নয়; বরং যৌতুকের গহনা খাঁটি ও পরিমাণে সঠিক কিনা সেটাই বেশি বিবেচ্য। এর ফলে বিয়ে ভেঙে গেলেও বরের যৌতুকলোভী মামার কিছু আসে যায় না।

উদ্দীপকেও যৌতুকের বিষয়টিকে মুখ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এখানে বিয়ে ভেঙে যায়নি; বরং ভালো ছেলে পেয়ে কনের পিতার যৌতুক প্রদানে নিরুপায় সম্মতি লক্ষ করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, উদ্দীপকটি গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্পে পুরোপুরি নয়; বরং কেবলমাত্র যৌতুকের বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

'অপরিচিতা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। যেমন- তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, ঘটকের চাটুকারিতা, যৌতুক, নায়কের কল্পনাবিলাসী চেতনা, নারীর অগ্রগতি, বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ে ভেঙে যাওয়া, নায়িকার বিয়ে না করে নারী জাতিকে শিক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ এবং নায়কের ভুল বুঝে তা স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদি।

উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের কেবলমাত্র যৌতুকলোভী সমাজ ও শিক্ষিত যুবকের যৌতুক নিয়ে বিয়ে করার হীন-মানসিকতা ফুটে উঠেছে। এখানে 'অপরিচিতা' গল্পের অন্যান্য বিষয় বা পরিমাণ অনুপস্থিত। উদ্দীপকের কনের পিতা যৌতুক প্রদানে রাজি এবং বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। 'অপরিচিতা' গল্পের অনেকগুলো বিষয় থেকে উদ্দীপকে শুধু যৌতুকের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। অথচ 'অপরিচিতা' গল্পের পরিধি আরো বিস্তর। এখানে কনের পিতা যৌতুক যাচাই করে দেখা পাত্রপক্ষের সাথে কোন সম্পর্ক করবে না বলে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ও বিয়ে ভেঙে দেয় যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

৩। তুচ্ছ কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় রেহানা আক্তার আর বিয়ের পিঁড়িতে বসেনি। এখন তিনি সমাজসেবামূলক একটি সংস্থায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া শেখানোর কাজ করেন।

ক. অনুপম হাত জোড় করে মাথা হেঁট করার পর কার হৃদয় গলেছে?

খ. কল্যাণী বিয়ে না করার পণ করেছে কেন?

গ. রেহানা আক্তারের সমাজসেবামূলক কাজ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রেহানা আক্তারের মানসিক দৃঢ়তা 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর ছায়ারূপ"- কথাটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

উত্তরঃ- ক. অনুপম হাত জোড় করে মাথা হেঁট করার পর শম্ভুনাথ বাবুর হৃদয় গলেছে।

খ. বিয়ের পিঁড়িতে বসেও পাত্রপক্ষের হীন মানসিকতার কারণে বিয়ে ভেঙে গেছে বলে বিয়ে না করার পণ করেছে কল্যাণী।

বরপক্ষ বিয়ে বাড়িতে মেয়ের গায়ের গহনা খাঁটি কিনা এ নিয়ে সন্দেহ করে। এতে মেয়ের বাবা শম্ভুনাথ বাবু অপমানিত হন। তিনি মেয়েকে আর সে বাড়িতে বিয়ে দেননি। বাবার অপমান ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতায় ত্যাক্ত হয়ে কল্যাণী আর বিয়ে করতে চায় না। বরং দেশব্রতে মনোযোগী হয়ে শিক্ষকতা পেশা বেছে নেয়।

গ. উদ্দীপকের রেহানা আক্তারের সেবামূলক কাজ 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের দিককে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে, রেহানা আক্তারের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর তিনি আর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন নি। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সেখানে তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া শেখানোর কাজ করছেন। তাঁর এ ব্রত 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর ব্রতকেই মনে করিয়ে দেয়।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার বছর খানেক পর অনুপমের সাথে আবার দেখা হলেও আর বিয়ে করার কথা ভাবে না। সে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্রত গ্রহণ করে। একাকিত্ব কাটানো ও সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্যই কল্যাণী এ ব্রত গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায়, সেবামূলক কাজের দিকই উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মূল দিক বলে বিবেচিত।

ঘ. রেহানা আক্তারের মানসিক দৃঢ়তা 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর ছায়ারূপ- উক্তিটি যৌক্তিক।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে, তুচ্ছ কারণে বিয়ে ভেঙে গেলেও রেহানা আক্তার মানসিকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হননি। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যাপারেও কোনো মত প্রকাশ করেননি। তিনি সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েনি। অনুপমের মামার পণ সম্পর্কে আদিখ্যেতা ও কল্যাণীর বাবার মনোবলের জন্য বিয়ে ভেঙে যায়। কল্যাণী তখন এলাকার মেয়ে শিশুদের পড়ালেখার ভার গ্রহণ করে। মানসিকভাবে কল্যাণী কখনোই নিজের কাছে পরাজিত হয়নি।

তৎকালীন সমাজের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামিকে ছাপিয়ে কল্যাণী নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়, যা উদ্দীপকে চিত্রিত বর্তমান সমাজে রেহানা আক্তারের মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে তারা দুজনেই জয় করেছে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকের রেহানা আক্তার এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী দুজনেরই মানসিক দৃঢ়তা একসূত্রে গাঁথা। কেউই সমাজের চাপিয়ে দেয়া অন্যায়ে দমে যায়নি। সুতরাং, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক।

গৃহ-রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

"গৃহ" গদ্যটি লেখক পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনলোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। মৃদুল খুব ঘরকুনো স্বভাবের। সে ঘরের বাইরে বলতে গেলে বেরই হয় না। বাড়ির রাস্তার দিকের ঘরটিতে একটি দোকান করে নিয়েছে সে। এর আয়েই সংসার চলে তার। সে বাড়ির অর্ধেক মালিকানা স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে যেন তার মৃত্যু হলে স্ত্রীকে আর্থিক কোনো সমস্যায় না পড়তে হয়।

ক. 'পর্ণকুটির' অর্থ কী?

খ. "শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ"- ব্যাখ্যা করো ।

গ. উদ্দীপকের মৃদুলের স্বভাব কীভাবে 'গৃহ' রচনার বর্ণনার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "মৃদুলের স্ত্রী মতো সব নারী নিজেদের ন্যায্য অধিকার পায় না"- মন্তব্যটি 'গৃহ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তরঃ- ক. 'পর্ণকুটির' অর্থ পাতার ঘর।

খ. "শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন যাহা, তাহাই গৃহ" আলোচ্য উক্তিতে যা বোঝায় তা নিচে তুলে ধরা হলো:

ঘর মানুষের জীবনের অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরেই মানুষ বিশ্রামের জন্য ফেরে। কর্মক্লান্ত মানুষের বিক্ষিপ্ত মন শান্ত হয় ঘরে এলে। বর্হিজগতের নানা টানাপড়েনে দ্বিধান্বিত মানুষ ঘরে এসে আপনজনের সান্নিধ্যে আশ্রয় খোঁজে। এভাবে ঘর মানুষকে শারীরিক ও মানসিক শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর এটি বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ. 'গৃহ' রচনায় বাইরের জগতে পুরুষের অধিক বিচরণের কথা বলা হলেও উদ্দীপকের মৃদুল তার বিপরীত। 'গৃহ' প্রবন্ধে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে এটি ধরে নেওয়া হয় যে, নারীর জন্য বরাদ্দ ঘর আর পুরুষের জন্য বাহির। অর্থাৎ পুরুষ সম্পৃক্ত থাকবে বাইরের জীবন ও জগতের সাথে। বাস্তব চর্চায়ও দেখা যায়, পুরুষেরা দিনের অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটায় এবং দিনশেষে বিশ্রামের জন্য ঘরে ফেরে।

উদ্দীপকের মৃদুল তেমন একটা বাইরে বের হয় না। ঘরে থাকতেই সে পছন্দ করে। ঘরে বেশি সময় থাকতে পারার সুবিধার্থে সে বাড়িতেই দোকান স্থাপন করে জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত করেছে। তাই এই স্বভাব 'গৃহ' প্রবন্ধের বর্ণনার বিপরীত। কেননা, প্রবন্ধে পুরুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে বর্হিজগতের প্রতি আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। এর উল্টো চিত্রই আমরা দেখি মৃদুলের মাঝে। ঘরেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। আর এখানেই মৃদুলের স্বভাব 'গৃহ' রচনার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ. 'গৃহ প্রবন্ধে বর্ণিত নারীদের অধিকার বঞ্চিত জীবনবাস্তবতার বিপরীতে উদ্দীপকের মৃদুলের স্ত্রী ন্যায্য অধিকার পাওয়ায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ। আলোচ্য প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীদের অধিকার-বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধে মুখ্য হয়ে উঠেছে নারীর গৃহের অধিকার না পাওয়ার বিষয়টি। লেখিকার উল্লেখিত দৃষ্টান্তসমূহে দেখা যায়, নারীর অর্থ, সম্পদ, জীবনযাপন প্রায় সবকিছুই ওপরই পুরুষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ঘটনাগুলো বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে যে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব ঘরের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারী প্রবলভাবে বঞ্চিত।

উদ্দীপকে বর্ণিত মৃদুল তার স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে সচেতন। সে জানে তার অবর্তমানে সমাজে তার স্ত্রীকে অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মালিক হওয়ায় মৃদুলের স্ত্রী আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বাবলম্বী হবে। 'গৃহ প্রবন্ধে বর্ণিত নারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। মোকাবিলা করতে হয় অনেক কঠিন পথ। সে কারণে ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে স্ত্রীর নামে বাড়ির অর্ধেক মালিকানা লিখে দিয়েছে। আইনগত এই সম্পত্তির আলোচ্য প্রবন্ধে ঘরের ওপর নারীরা কোন প্রকার অধিকার খাটাতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রবন্ধে উপস্থাপিত দুটি দৃষ্টান্ত আলোচনার দাবি রাখে। রমাসুন্দরীর প্রয়াত স্বামী প্রভূত সম্পদের মালিক হলেও স্ত্রীর জন্য পাকা কোনো বন্দোবস্ত করে যাননি। ফলে রমাসুন্দরীরর সেসব এখন সমস্ত সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে বাড়ি থেকে তাকে বিতাড়িত করেছে। আবার খাদিজা উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক সম্পত্তির মালিক। 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীরা যেখানে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার সেখানে উদ্দীপকের মধ্যে নারীদের যথাযথ যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মৃদুলের স্ত্রীর মত ভাগ্য সব নারীর হয় না। বরং 'গৃহ' প্রবন্ধে প্রকাশিত বাস্তবতার দেখাই বেশিরভাগ সময় দেখা যায়। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক।

২। দুটি কন্যা সন্তানের পর একটি ছেলে জন্ম দেয় পাপিয়া। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি খুব খুশি। সবচেয়ে বেশি খুশি পাপিয়া নিজে। ছেলে সন্তান জন্ম দিতে না পারলে বুঝি নারীর জীবন সার্থক হয় না। ছেলেটিকে খুব আদরযত্ন করে পাপিয়া। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেখাপড়া ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই ছেলেটির প্রাধান্য। কিন্তু পাপিয়ার স্বামী এমন নন। তিনি তার মেয়ে দুটোকেও খুব ভালোবাসেন। ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি লালনপালনের ক্ষেত্রে পার্থক্য করতে চান না।

ক. কাকে দেখে লেখিকা হতাশ হয়েছিলেন?

খ. 'গৃহকর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়াপুতুল মাত্র'-কারণ কী?

গ. 'গৃহ' প্রবন্ধের সাথে উদ্দীপকের মিল থাকলে দেখাও।

ঘ. আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে- আলোচনা কর।

উত্তরঃ- ক. রানিকে দেখে লেখিকা হতাশ হয়েছিলেন।

খ. গৃহকর্ত্রীটি ছিল নিরক্ষর। তিনি রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছুই জানেন না, বুঝেন না। স্বামী তার স্ত্রীকে যোগ্য করে গড়ে তোলে নি। তাই স্বামীর অবর্তমানে নায়েব হয়ে উঠে সর্বময় কর্তা। গৃহকর্ত্রী তখন নায়েবের ক্রীড়াপুতুলে পরিণত হয়।

গ. 'গৃহ' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজের চিত্র এঁকেছেন। সেই সমাজে নারী ছিল পরাধীন। পুরুষরাই সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তত্বের অধিকারী ছিল। তখনকার দিনে নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই তারা নিজেদের অবমূল্যায়ন করতো। শুধু যে পুরুষেরা তা নয়, নারীও মনে করতো তাদের জন্মই হয়েছে পুরুষের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকার জন্য। তখনকার দিনে নারীরা পুরুষের সেবাদাসী হতে পারলেই জন্ম সার্থক বলে বিবেচনা করতো।

উদ্দীপকের পপিয়া চরিত্রেও এর কিছুটা প্রতিফলন রয়েছে। পাপিয়া নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের মেয়ের দুটোর চেয়ে ছেলের বেশি গুরুত্ব দিতো। সে মনে করে ছেলের মা হতে না পারলে জীবন ব্যর্থ। এদিক দিয়ে 'গৃহ' প্রবন্ধের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. 'গৃহ' প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। উদ্দীপকের পাপিয়া চরিত্রটি 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীদেরই প্রতিনিধি। শত বছর আগে ভারত তথা এদেশে নারীগণ নিজেদেরকে পুরুষের আজ্ঞাবহ, সেবাদাসী ভাবতেই অভ্যস্থ ছিল। তারা নিজেদের জীবনভর গৃহে বন্ধি করে রাখত। তখনকার দিনে মা, কন্যাদের ছেড়ে পুত্রদের গুরুত্ব বেশি দিত। উদ্দীপকের পাপিয়াকেও আমরা মেয়েদের চেয়ে ছেলেকে বেশি যত্ন করতে দেখি। কিন্তু পাপিয়ার স্বামী এ ধরনের হীন মানসিকতা পোষণ করেন না। তিনি মনে করেন নারী ও পুরুষ তথা মেয়ে ও ছেলে উভয়ই সমান। ছেলেকে বড় করে আর মেয়েকে হেয়জ্ঞান করা মোটেও উচিত নয়। তাই তিনি নিজেদের সন্তানদের মেয়ে ও ছেলে এভাবে আলাদা করে দেখেন না। তিনি পুত্র ও কন্যাকে সমানভাবে আদরযত্ন করেন, সমান চোখে দেখেনে। উদ্দীপকের এ চরিত্রটি আলোচ্য প্রবন্ধের পুরুষ চরিত্রের চেয়ে ভিন্ন বা বিপরীতধর্মী। এভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখবো যে, উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকের পাপিয়া চরিত্রটি আলোচ্য প্রবন্ধের নারীদেরই প্রতিনিধি, কিন্তু পাপিয়ার স্বামী ব্যতিক্রম।

৩। স্কুলশিক্ষিকা সুলতানার বাবার বাড়ি স্কুলের পাশেই। আর শ্বশুরবাড়ি স্কুল থেকে ১৫ মিনিটের হাঁটা পথ। একদিন তিনি স্কুলের পিয়নকে বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে আসতে বললেন। পিয়ন টিফিন নিয়ে ফিরল তবে ততক্ষণে টিফিনের টাইম পেরিয়ে গেছে। সুলতানা অবাক হয়ে বললেন, "এত দেরি হলো কেন? আমার বাড়ি যেতে তো লাগে দুই মিনিট।" পিয়ন জবাব দিল, "আপা, আপনি বুঝিয়ে বলবেন না বাবার বাড়ি না স্বামীর বাড়ি যাব।"

ক. 'গৃহ' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?

খ. "গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়"- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সুলতানার অভিজ্ঞতা 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের পিয়নের ভুল বোঝার কারণটি 'গৃহ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তরঃ- ক. ক. 'গৃহ' প্রবন্ধের রচয়িতা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ।

খ. অধিকার বঞ্চনার কারণে অভিভাবকের বাড়ি নারীর জন্য কারাগারের সমতুল্য বোঝাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারী সাধারণত অন্যের অধীনে থাকে। ঘর- সম্পত্তিতেও পুরুষের থাকে একচ্ছত্র অধিকার। তাই পিতৃগৃহ, স্বামীগৃহ কোনোখানেই নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে মূল্য দেওয়া হয় না। এ কারণে নারী কোনো ঘরকেই সর্বান্তঃকরণে আপন করে নিতে পারে না । ফলে ঘর যেন নারীর জন্য কারাগারের মতোই যন্ত্রণাময় হয়ে পড়ে। আলোচ্য উক্তিতে এ প্রসঙ্গটিই বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সুলতানার অভিজ্ঞতা 'গৃহ' প্রবন্ধে প্রকাশিত নারীর নিজস্ব আবাসহীনতার দিকটিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সমাজে নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার বঞ্চনার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন । প্রবন্ধে তিনি বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়েছেন নারীর প্রকৃতপক্ষে কোনো ঘর থাকে না । যে ঘরেই তারা থাকুক না কেন তাদের কোনো না কোনো পুরুষ অভিভাবক থাকে। এই অভিভাবকদের প্রতিপত্তির কাছে নারীর ব্যক্তিসত্তার কোনো মূল্য থাকে না বলে নারী কখনোই ঘরকে আপন বলে ভাবতে পারে না ।

উদ্দীপকে বর্ণিত স্কুলশিক্ষিকা সুলতানার বাবার বাড়ি স্কুলের পাশেই । পিয়নকে টিফিন আনার জন্য তিনি তাঁর বাড়িতে পাঠালে পিয়ন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। নারীর একান্ত নিজস্ব কোনো ঠিকানা থাকা অস্বাভাবিক সমাজের অভ্যন্তরে এই মনোভাবটি প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই পিয়ন সুলতানার বাড়িতে যাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত হয়েছে। এর থেকে বঞ্চিত হওয়ার দিকটিই ফুটে ওঠে, যা আলোচ্য প্রবন্ধেও প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. 'গৃহ' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়, নারীর প্রতি বিরূপ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই উদ্দীপকের পিয়নের ভুল বোঝার কারণ। নারীর স্থান ঘরে আর পুরুষের জন্য রয়েছে অবারিত পৃথিবী। এমনটাই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয়। এ ধরনের মনোভাব সমাজে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে আর নারীর প্রতি নেতিবাচক আচরণকে উৎসাহিত করে। এ কারণেই 'গৃহ' প্রবন্ধে উল্লিখিত অভিজ্ঞতার বর্ণনায় আমরা দেখি আধিপত্য বিস্তারকারী পুরুষের প্রতাপের কাছে বিপন্ন নারীর ঘর। নারীর ঘর বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না, এটি যেন সামাজিকভাবে স্বীকৃত।

আলোচ্য উদ্দীপকে বর্ণিত স্কুলশিক্ষিকা সুলতানা পিয়নকে টিফিন আনার জন্য বাড়ি পাঠালে পিয়ন তাঁর বাবার বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে সুলতানার বুঝিয়ে না বলাকে দায়ী করে। সুলতানা যেহেতু বিবাহিত নারী তাই সে এখন স্বামীর অভিভাবকত্বে থাকবে বলেই ধরে নিয়েছিল পিয়ন।

পুরুষের আধিপত্যকে 'গৃহ' প্রবন্ধে নারীর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ যেকোনো উপায়েই নারীর অভিভাবক হতে চায়। 'গৃহ' প্রবন্ধে আমরা দেখি নারীর অর্থসম্পদ, জীবনযাপন সমস্তই পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এমনকি পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তিও দখল করে নিয়েছে পুরুষ। এ বিষয়ে সমাজের কোনো বিচার নেই। বরং কোনো নারী সামান্যতম প্রতিবাদ করলে তাকেই উল্টো দোষারোপ করা হয়। এমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নারী কোনো পরিবারকে আপন ভাবতে পারে না। কোনো ঘর তার আপন ঘর হয়ে ওঠে না। সমাজও নারীর নিজস্ব কোনো ঘরের স্বীকৃতি দেয় না। এ দিকটিই আমরা দেখি আলোচ্য সুলতানা নিজের বাড়ি বলতে বাবার বাড়ি বোঝালেও পিয়ন তা স্বামীগৃহ ভেবে ভুল করে। যে বাড়িতে সুলতানা তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে সেটিও সমাজের চোখে তার বাড়ি হয়ে ওঠেনি। বিয়ের পর সুলতানার অভিভাবক পরিবর্তিত হয়েছে ভেবেই পিয়ন ভুল বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ নারীর প্রতি বিরূপ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই তার ভুল বোঝার প্রকৃত কারণ ।

বায়ান্নর দিনগুলো-শেখ মুজিবুর রহমান

"বায়ান্নর দিনগুলো" গদ্যটি লেখক পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনললোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। বর্ণবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়নের কারণে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক সময় ফুঁসে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলো। এদের পুরোধা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। আন্দোলন নস্যাৎ করতে শুরু হয় নির্যাতন। তাঁকে পুরে দেয়া হয় জেলে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে। পাথর ভাঙার মতো সীমাহীন পরিশ্রমের কাজ করতে গিয়ে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু এ সময় এ পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলোর পাশাপাশি কিছু ভালো মনের মানুষও ছিলেন সেখানে যাদের ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর সেবায় সিক্ত হয়েছেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর তাঁর মুক্তি মেলে।

ক. "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব কোন রোগে ভুগছিলেন?

খ. 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'-লেখক এ কথা বলেছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত ঐক্যই নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একসূত্রে গেঁথেছে- উদ্দীপক ও "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ-

ক. "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব প্লুরিসিস রোগে ভুগছিলেন।

খ. বিশ্বের ইতিহাসে কোনো শাসকই ভাষার জন্য আন্দোলনকারীদের হত্যা করেনি। অথচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ কাজ করে অপরিণামদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে। এজন্যই লেখক বলেছিলেন, "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন বার বার ঘোষণা করছিল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন বাঙালিরা প্রতিবাদ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলে শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে। বাঙালিরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করে। ফলে এ আন্দোলন আরো চরম আকার ধারণ করে। সাধারণ জনগণ আন্দোলনে সমর্থন ও যোগদান করে। রাজবন্দিদের মুক্তি চেয়ে স্লোগান দেয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, শ্লোগান দেয়া হয়। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী রাজবন্দিদের মুক্তি ও বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, লেখক প্রমাণ করেছেন, মানুষ হত্যা ছিল শাসকগোষ্ঠীর ভুল- যার জন্য তাদের পতন হয়।

গ.'বায়ান্নর দিনগুলো'র লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে বন্দি হন এবং কিছু মানবিক মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা পান। যেটি নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বায়ান্নর দিনগুলো'তে শেখ মুজিবের জেলজীবন ও মুক্তি লাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী লেখকসহ অনেককে রাজবন্দি হিসেবে জেলে বন্দি করে। এমতাবস্থায় লেখক অনশন করেন। ক্রমশ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সিভিল সার্জনসহ বেশকিছু আমলা তাকে অনশন ভাঙতে বোঝান এবং মমত্ববোধ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। অবশেষে দুই বছর তিনমাস পর তাঁর মুক্তি মেলে।

উদ্দীপকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা নেলসন ম্যান্ডেলার কারাজীবন বর্ণিত হয়েছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন নস্যাৎ করতে শাসকগোষ্ঠী ম্যান্ডেলাকে জেলে পাঠায় এবং নির্যাতন করে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছু ভালো মনের মানুষের ভালোবাসা ও সেবা পান। এরপর ২৭ বছর কারাভোগের অবসান ঘটে। শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কারাভোগ, বন্দি অবস্থায় সেবা পাওয়া এবং দীর্ঘদিন পর মুক্তির বিষয়গুলো উদ্দীপকের ম্যান্ডেলা এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' এর লেখকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট যথাক্রমে বর্ণবৈষম্য ও ভাষার দাবি-এদিক থেকে তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কিন্তু শাসকের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দিক থেকে দু'জনের মধ্যেই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। যেহেতু শাসকগোষ্ঠী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি তাই তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন চরমে ওঠে। এ সময় শাসক গোষ্ঠী অনেক রাজনীতিবিদকে কারাবন্দি করে। শেখ মুজিবও ছিলেন রাজবন্দিদের অন্যতম। তাঁকে প্রায় সাতাশ-আটাশ মাস কারাভোগ করতে হয়।

উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার ২৭ বছর কারাভোগের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কারাভোগ করেছেন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন করে। কারাভোগ অবস্থায় তাঁকে পাথর ভাঙার মতো পরিশ্রমী কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সেখানে অনেকের সেবা, ভালোবাসা ও মমতা পেয়েছেন। এরপর তিনি মুক্তিও পেয়েছেন।

উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিষয়ভিত্তিক দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও কর্মকাণ্ড ও ঘটনার দিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দু'জনই শোষকের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বন্দি হন। কারা অভ্যন্তরে অনেকের সেবা-সহযোগিতা পান এবং দীর্ঘদিন পর মুক্তি পান।

২। রানা প্লাজা ধসের পর ক্ষতিগ্রস্ত কিছু শ্রমিক তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। পুলিশ এদের লাঠিপেটা করে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। এর মধ্যে শ্রমিক নেতা সাঈদও ছিল। সাঈদ জেলহাজতেই অনশন করে এবং বাইরে আন্দোলন ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করে। অবশেষে প্রশাসন সাঈদকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. জেলের ভেতর শেখ মুজিবের সঙ্গে কে ছিলেন?

খ. "আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই।"- কাদের সাথে, কেন মনোমালিন্য হয়নি?

গ. উদ্দীপকের সাঈদের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো'র কোন চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই'- উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো'র আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

উত্তরঃ- ক. জেলের ভেতর শেখ মুজিবের সাথে মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন।

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের সাথে জেল কর্তৃপক্ষের কোনো মনোমালিন্য হয়নি।

ভাষা আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে রাজবন্দি করা হয়। জেলের ভেতর তারা অনশন ধর্মঘট করলে সুপারিনটেনডেন্ট ও ডেপুটি জেলার তাদের অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করেন। তখন তারা সুপারিনটেনডেন্ট ও ডেপুটি জেলারকে বলেন, আপনাদের বিরুদ্ধে তো অনশন করছি না। সরকার বিনা অপরাধে বছরের পর বছর আটকে রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন করছি। সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়। আপনাদের সাথে তাই আমাদের কোনো মনোমালিন্য নেই।

গ. উদ্দীপকের সাঈদের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো'র শেখ মুজিবের চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে। ভাষা-আন্দোলন শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দি হিসেবে আটক হন। এরপর তিনি সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করেন, ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয় এবং কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। এদিকে বঙ্গবন্ধুর অনশন চলতেই থাকে। এরপর মুক্তির আদেশ এলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

উদ্দীপকের সাঈদ অধিকার আদায়ে আন্দোলন করে এবং আটক হয়। জেলের ভেতর সে অনশন করে এবং পরবর্তীতে মুক্তি পায়। এসব ঘটনা বায়ান্নর দিনগুলোর শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকের সাঈদের সাথে বায়ান্নর দিনগুলোর শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. আন্দোলন করতে গিয়ে আটক এবং পরবর্তীতে আন্দোলন জোরদার হলেই মুক্তি ও দাবি আদায় হয়। উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে ভাষা-আন্দোলনের ফলে শাসকগোষ্ঠীর ভিত নড়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করলে শহিদ হন বেশক'জন। এছাড়া ও জেলহাজতে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন করেন। সব মিলিয়ে আন্দোলন জোরদার হয়।

উদ্দীপকের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের ন্যায্য দাবি করে। দাবি না মানায় আন্দোলন করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে কয়েকজনকে আটক করে। আটককৃতরা জেলে অনশন করে। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়।

উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে প্রাথমিক আন্দোলনে শাসকের নির্যাতনের শিকার হয় সাধারণ মানুষ ও আন্দোলনকারীরা। অবশেষে আন্দোলন জোরদার হলেই কেবল দাবি আদায় হয়েছে। মুক্তি পেয়েছে বন্দিরা। অতএব, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই।

৩। অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে রাজবন্দি হয় নজরুল। জেলের মধ্যে অনশন করলে তাঁকে প্রথমে অনশন ভাঙানোর জন্য বোঝানো হয়। এরপর নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। এভাবে ক্রমশ নাকের ভেতর ঘা হয়ে যায় নজরুলের। তবুও মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত অনশন ভাঙে না। তিনি আস্তে আস্তে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েন।

ক. অনশনের আগে শেখ মুজিব কী খেয়েছিলেন?

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেলেন কেন?

গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নাকের মধ্যে নল দিয়ে খাওয়ানো উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. কারাবন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারানোর বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ- ক. অনশনের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পেট পরিষ্কার করার ওষুধ খেয়েছিলেন।

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনশনরত অবস্থায় লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেয়েছিলেন। কারণ এতে কোনো ফুডভ্যালু ছিল না। অনশনরত অবস্থায় মহিউদ্দিন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। তাঁদের নাকের ভেতর ঘা হয়ে যায়। ফলে তাঁরা ফুডভ্যালু নেই এমন খাবার হিসেবে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতেন।

গ. জেলে অনশনরত অবস্থায় জেল-কর্তৃপক্ষ জোর করে নাকের মধ্যে নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ায়। আর এর সাদৃশ্য আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অনশনরত অবস্থায় কারা-কর্তৃপক্ষ নাকের ভেতর নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ায়। কেননা, রাজবন্দিরা যেন মারা না যায়। মরতেও দেবে না আবার মুক্তিও দেবে না। এমতাবস্থায় নাকের মধ্যে ঘা হয়ে যায়। পরে ইচ্ছে করে তিনি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খান।
উদ্দীপকের নজরুলকে প্রথমে কারা-কর্তৃপক্ষ অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য হওয়ায় তাকে নাকের মধ্যে নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। অর্থাৎ যে-কোনোভাবে না খাওয়ালে বন্দি মারা যাবে। তাই শেষ পর্যন্ত নল দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এদিক থেকে প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ. মুক্তির জন্য অনশন করার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, তিনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে কারাবন্দি অবস্থায় মুক্তির জন্য অনশন শুরু করেন। তিনি ও মহিউদ্দিন আমরণ অনশন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের অবস্থা নাকাল হয়ে পড়ে। তাঁরা ফুডভ্যালু নেই এমন খাবার যেমন- লেবুর রস দিয়ে লবণ মেশানো পানি খেতেন। তবে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁদের নাকের ভেতর নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ায়। এতে তাঁদের নাকের ভেতর ঘা হয়ে যায় এবং তাঁরা আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েন।উদ্দীপকের নজরুল আন্দোলনে আটক হলে এ অন্যায় আটক থেকে মুক্তি পেতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। কারাকর্তৃপক্ষ তাঁকে নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে খাবার পেটে ভরে দেয়। তবুও তার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর প্রতিজ্ঞা মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত অনশন ভাঙবেন না।উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো'র কারাবন্দিদের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতির বিষয়টি একসূত্রে গাঁথা। কেননা, 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে রাজবন্দি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন উদ্দীপকের নজরুলও একই পন্থা অবলম্বন করেন। সুতরাং উদ্দীপকের নজরুলের নাকের ভেতরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতোই ঘা হয় এবং শরীর ক্রমশ এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, বিছানা থেকে ওঠার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন।

কবিতা (সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর)

বিদ্রোহী (কাজী নজরুল ইসলাম)

"বিদ্রোহী" কবিতাটি কবি পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনললোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। পিচ্চিরা এমনি ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ৭/৮ জনের একটি গ্রুপ, কোথাও ৫/৬ জনের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের মিছিল। মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে, আইয়ুব শাহী, মোনেম শাহী- ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক'; 'আইয়ুব মোনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই। আবার মাঝে মাঝে স্লোগান ভুলভাল হয়ে যায়। যেমন- আইয়ুব শাহী, জালেম শাহী'- এর জবাবে বলছে, বৃথা যেতে দেবো না। কিংবা শহীদের রক্ত'- এর জবাবে বলছে, 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।

ক. 'কুর্নিশ' কথাটির মানে কী?

খ. আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তরঃ- ক. কুর্নিশ' কথাটির মানে হচ্ছে কিছুটা পিছিয়ে সমপূর্ণ সালাম বা অভিবাদন।

খ. 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি শাসকের অন্যায় শাসনতন্ত্র, নিয়ম-নীতি ভেঙে তথা তার চলার পথের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন। 'বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজের শক্তির বহুমাত্রিকতাকে বিভিন্ন অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন। যেগুলো দিয়ে তিনি মানবসমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। এ কারণে শাসকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী কবি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শাসকের জারি করা অন্যায় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এখানে সমষ্টির মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করেছেন।
যারা মানুষের অধিকার হরণ করে এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের শত্রু। কবি তাদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। এ কারণেই তিনি তাদের তৈরি নিয়ম-কানুনকে অস্বীকার করে বলেছেন- "আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!

গ. উদ্দীপকের শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ এবং শোষকের ধ্বংস নিশ্চিত করার প্রত্যাশার দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাকিস্তানি শাসকগাষ্ঠীর হাতে এদেশের মানুষের ভাগ্য শৃঙ্খলিত ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই তাদের নিয়ন্ত্রণ এদেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই বাঙালিরা পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের পতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি শাসকগাষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং তাদের ধ্বংস প্রত্যাশা করা হয়েছে। আইয়ুব খান ও মোনেম খানের অপশাসনের প্রতিবাদে মিছিল হয়েছে। সেই মিছিলে মিছিলকারীরা এক দড়িতে তাদের ফাঁসি চেয়েছে। এই চেতনা বিদ্রোহী কবিতার শাষেকের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এ কবিতায় কবি সমস্ত অনিয়ম ও অকল্যাণের অবসান করতে চেয়েছেন। আর এ জন্য তিনি বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস ও বিদ্রোহের চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের আত্মজাগরণ ঘটাতে চান। আর এ কারণেই তিনি উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল না থামা পর্যন্ত তার অভিযান অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ঘ. না, উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। যুগে যুগে বহুবার এদেশের মানুষ শোষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। ন্যায্য দাবি আদায় করতে তারা রাজপথে মিছিল করেছে। শোষকের কবল থেকে মুক্ত হতে তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। উদ্দীপকে পশ্চিম পাকিস্তানের দুজন শাসকের ফাঁসির দাবিতে শিশুদের স্লোগানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এ দুজন হলেন আইয়ুব খান ও আবদুল মোনেম খান। এদের ফাঁসির দাবিতে শিশুরা 'আইয়ুব-মোনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই' বলে স্লোগান দিয়েছে।

তাদের কণ্ঠে এ স্লোগানের কারণ আইয়ুব-মোনেমের অপশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনতার তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ। তখন বাঙালিদের সামগ্রিক বিদ্রোহ চেতনায় শিশুরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এ দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিষয়টি ছাড়াও কবিতায় আরও প্রসঙ্গ রয়েছে যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তার তীব্র প্রতিবাদী চেতনা তিনি অধিকারবতি সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পৃথিবীতে যত দিন অন্যায় থাকবে, যত দিন উৎপীড়িতের কান্নাররোল তার কানে আসবে তত দিন তার বিদ্রোহ অব্যাহত থাকবে। এ চেতনাটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। এ দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

২। আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
সাত-সাতশ নরক-জ্বালা জলে মম ললাটে।
মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে ।
আমি সুষ্টার বুকে সৃষ্টি পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার
আর মর্ত্যে শাহারা- গোবী-ছাপ
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ ।

ক. কবি কী মানেন না?
খ. "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'- একথা বলার কারণ কী?
গ. উদ্দীপকের সাথে "বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি "বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাব ধারন করেনা"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

এই সাজেশনটি "HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি" ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

উত্তরঃ- ক. কবি কোনো আইন মানেন না।

খ. নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট ও আর্তচিৎকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবি বিপ্লব-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন বোঝাতে তিনি প্রশ্নোক্ত কথা বলেছেন। অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ নিরন্তর। যেখানেই তিনি অত্যাচার ও অনাচার দেখেছেন, সেখানেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নিপীড়কের বিরুদ্ধে এবং আর্তমানবতার পক্ষে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন তিনি। তাঁর হুংকারে কেঁপে উঠেছে অত্যাচারীর ক্ষমতার মসনদ । অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও উৎপীড়িত মানুষের পক্ষে বিপ্লব-প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই তিনি প্রশ্নোক্ত চরণটির অবতারণা করেছেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে বিদ্রোহী চেতনা। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নানা ব্যঞ্জনায় কবির বিদ্রোহের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যেখানেই অন্যায়-অত্যাচার দেখেছেন, সেখানেই তিনি বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে ফুঁসে উঠেছেন। বিশেষ করে পরাধীন মাতৃভূমিতে বিজাতীয় শাসকদের আগ্রাসন ও শোষণ-নির্যাতন তাঁকে পীড়িত করেছে। সংগত কারণেই এই অপশক্তির বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করেছেন তিনি। বস্তুত, মানুষ হয়ে মানুষের ওপর প্রভুত্ব ফলানো সামন্ত প্রভুদের ধ্বংসের মধ্যেই তিনি মুক্তির নতুন আলো দেখতে পেয়েছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বিপ্লবী মানসের বারংবার ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। কালের খেয়ালে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হলেও বিপ্লবী চেতনার মৃত্যু নেই। সময় পরিক্রমায় তা একজন থেকে অন্যজনে সঞ্চারিত হয়। ফলে বিপ্লবীর বজ্রকোঠার আহ্বানে পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে আসে। শিব বা মহাদেবের ত্রিনয়নও তখন অন্ধকারে ঢেকে যায়। প্রভুত্ব ফলানো নরপিশাচদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের প্রত্যাঘাতে। তথাকথিত সামন্ত প্রভুদের কাছে তারা যেন মূর্তিমান অভিশাপে পরিণত হয়। বিপ্লব-বিদ্রোহের এই বিধ্বংসী রূপটি আলোচ্য কবিতায়ও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে বীর ধর্মের অনুসারী কবি সামন্ত প্রভুদের তৈরি সকল নিয়ম ও শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছেন। অর্থাৎ উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এটিই উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক ।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কেবল বিদ্রোহী চেতনার দিকটি ফুটে ওঠায় তা 'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাবকে ধারণ করতে পারেনি।

ঘ. আলোচ্য কবিতাটি কবির বিদ্রোহী চেতনার এক অনন্য প্রকাশ । বিদ্রোহের স্বরূপ উদ্ঘাটনে কবিতাটি অনন্য মাইলফলকও বটে। তবে এ কবিতায় শুধু দ্রোহ চেতনাই নয়, সেখানে বিদ্রোহী হিসেবে কবির আত্মপরিচয়, প্রেম ও দ্রোহের স্বরূপসহ বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও কবিতাটিতে আর্তমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে কবি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যায় ও অসাম্য ঘুচাতে সেখানে বিপ্লবী সত্তার পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই বিদ্রোহী সভা অকুতোভয় ও মানবকল্যাণে নিবেদিত। শত প্রতিবন্ধকতাও তার পথ রুদ্ধ করতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিভূদের জন্য সাক্ষাৎ অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয় সে। আলোচ্য 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি তাঁর বিদ্রোহী সত্তার এমন বৈশিষ্ট্যের কথাই তুলে ধরেছেন। যেখানে পরাধীন জন্মভূমিতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি দ্রোহ করেছেন সমাজে বিরাজমান অপশাসন ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে। তাঁর বিশ্বাস, এই অচলায়তন ভেঙেই একদিন দেখা মিলবে মুক্তির পথ। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবি মহাবিপ্লবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ উভয়স্থানে বজ্রনির্ঘোষ বিপ্লবের কথা প্রকাশিত হলেও কবিতাটির ব্যাপ্তি উদ্দীপকের কবিতাংশের তুলনায় ব্যাপক। তাছাড়া এ কবিতায় মানবতাবোধে উদ্ভাসিত কবির সদম্ভ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুহূর্তের জন্যও তিনি অপশক্তির কাছে মাথা নিচ করতে রাজি নন। সর্বোপরি কবির বিপ্লব প্রতিবাদের পেছনে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। আলোচ্য কবিতার এ সকল বিষয় উদ্দীপকের কবিতাংশে উঠে আসেনি। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ।

৩। সোহান একটি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম হয়। তাকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে দেয়া হলো একটি কবিতার বই। সময় পেলেই সোহান ঐ কবিতার বইয়ের একটি কবিতা উচ্চকণ্ঠে পড়ে। যতবারই সোহান কবিতাটি পড়ে নিজের ভিতর একটি পরিবর্তন লক্ষ করে। কবিতাটি তার কাছে আত্মমুক্তির মন্ত্র বলে মনে হয়। সত্যের আলোয় কবিতাটি তাকে নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

(ক) বেদুইন' কী?

(খ) কবি নিজেকে ধর্মরাজের দণ্ড বলেছেন কেন?

(গ) উদ্দীপকে সোহানের পঠিত কবিতার সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে- আলোচনা কর ।

(ঘ) উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের উক্ত কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করে কী?-বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ-

ক. বেদুইন হচ্ছে আরব দেশের একটি যাযাবর জাতি ।

খ. কবি নিজেকে ধর্মরাজের দণ্ড বলেছেন, ন্যায়বিচারের প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজের সুদৃঢ় অবস্থান তুলে ধরতে। হিন্দুধর্ম মতে, ধর্মরাজ নিরপেক্ষভাবে জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করেন। সর্বাপেক্ষা পূণ্যবান বলে তাঁর নাম ধর্মরাজ। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবিও তেমনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের ন্যায়ের পক্ষেই তাঁর দ্রোহ। সমাজে প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনার যোগ্য শাস্তি বিধান করার মানসে নিজেকে তিনি ধর্মরাজের দণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন।

গ. উদ্দীপকের সোহানের পঠিত কবিতার সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে সোহান একটি কবিতা পড়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করে। কবিতাটি পড়ে সে যেন নিজেকে চিনতে পারে। কবিতাটি তার কাছে আত্মমুক্তির পথ বলে মনে হয়।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্মজাগরণ এবং আমি শক্তির নানা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। ব্যক্তি যখন তার নিজের আমিত্বকে চিনতে বা জানতে পারে, তখন সে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়। অন্যায়-অনিয়ম এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 'বিদ্রোহী' কবিতার এই দৃঢ়প্রত্যয়ী 'আমি' ভাবনার দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিদ্রোহকে একটি আদর্শ ও চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিরন্তর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত নিয়মকানুনের শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনাই কবির মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকে কেবলমাত্র নিজেকে চেনার কথা বলা হয়েছে। নিজেকে চেনার মধ্য দিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী ও নির্ভীক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ এবং সমাজের বিভিন্ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর বিদ্রোহী শক্তিকে উপস্থাপন করতে বিভিন্ন ধর্মের সাহসী ব্যক্তি এবং শক্তির প্রতীককে নিজের 'আমি' ভাবনায় প্রকাশ করেছেন। কবি ভীম, চেঙ্গিস, অর্ফিয়াস, নটরাজ সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও শক্তি থেকে বিদ্রোহী সত্তা আহরণ করে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। কাজেই ''বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাব উদ্দীপকে প্রকাশ পায় নি ।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

প্রতিদান (জসীমউদ্দীন)

"প্রতিদান" কবিতাটি লেখক পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনললোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, ভাই স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। যাহা হউক ভাই, তাহার নাম আমি কখনোই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ, হিংসাদ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

ক. কবি কার কূল বাঁধেন?

খ. "কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনমভর"- চরণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের হাসানের কর্মকান্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে?

ঘ. "উদ্দীপকের বিষদাতা 'প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি।"-মন্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও।

উত্তরঃ- ক. যে ব্যক্তি কবির কূল ভেঙেছে কবি সেই ব্যক্তির কূল বাঁধেন।

খ. আলাচ্যে উক্তিটির মাধ্যমে কবির উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় । কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন, সারা জীবন যারা কবিকে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে তিনি সেসব ভুলে তাদের ভালাবোসা দান করেন। কবি মনে করেন এর মাধ্যমে পৃথিবী সুন্দর হবে। কষ্ট পেয়ে প্রতিশাধে নেওয়ার থেকে প্রতিদানে ভালাবোসা দেওয়াই উত্তম। কবি এ কাজটিই করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, কাটা পেয়ে তাদের ফুল দান করেন সারাটি জীবনভর।

গ. উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানারে গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর সব মানুষই একই চেতনার অধিকারী নয়। ভিন্ন চেতনার হওয়ায় অনেক সময় মানুষের আচরণ ও কাজে অন্য মানুষ কষ্ট পায় । কষ্ট পাওয়া মানুষ সেসব মানুষকে ক্ষমা করলে, তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখালে সংসারের অশান্তি দূর হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, হাসান মৃত্যুশয্যায় উপনীত। তাঁকে বিষ প্রয়াগে

করা হয়েছে। 'প্রতিদান' কবিতার কবিও তাঁর ওপর অত্যাচারকারী সবাইকে ক্ষমা করেছেন। প্রতিদানে তাদের প্রতি ভালাবোসা ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানারে গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।।

ঘ. "উদ্দীপকের বিষদাতা প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি।" মন্তব্যটির যথার্থ। ভালো ও মন্দ উভয় বৈশিষ্ট্যের মানুষই এ সংসারে বিদ্যমান। মন্দ মানুষ সব সময় অন্যের কষ্টের কারণ হয়। আর ভালো মানুষ সহমর্মিতা, উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও সুচেতনা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেন; অন্যের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন। উদ্দীপকের বিষদাতা হাসানকে বিষদান করে, তবুও হাসান তার প্রতি সহমর্মিতা দেখান। তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি তার মুক্তির জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এমন একজন উদার ও মহৎ মানুষ বিষদাতার মতো নিষ্ঠুর মানুষের খারাপ আচরণের শিকার হন।

এমনই নিষ্ঠুর মানসিকতা আমরা 'প্রতিদান' কবিতার মধ্যেও দেখতে পাই। সেখানে এক শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা কবির ঘর ভেঙেছে, কবির বুকে আঘাত করেছে, কবিকে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ, নিষ্ঠুর বাক্যে কবিকে করেছে জর্জরিত।
উদ্দীপক ও 'প্রতিদান' কবিতা উভয় জায়গায় নিষ্ঠুর ও অমানবিক মানুষের কথা ফুটে উঠেছে, যারা তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়েছে। অন্যায়ভাবে অন্যকে আঘাত করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষদাতা 'প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের যোগ্য প্রতিনিধি।

২। দুই প্রতিবেশীদের মধ্যে মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। আজ সীমানা নিয়ে তো কাল অন্য কিছু। কিছুতেই বিরোধ কমছে না। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ মামলা-মোকাদ্দমার পথ বেছে নেয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে মামলা। থানা, পুলিশ, উকিল মোক্তারের কাছে দৌড়াতে দৌড়াতে উভয় পরিবার এখন ক্লান্ত, অবসন্ন। ইতোমধ্যে উভয়ে অনেক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ওরা এখন চরম অশান্তি আর উদ্বেগের মধ্যে পিষ্ট হচ্ছে।

ক. কবি কার জন্য পথে পথে ঘোরেন?

খ. কবি কাকে আপন করতে কাঁদিয়া বেড়ান?-কেন?

গ. 'প্রতিদান' কবিতার সাথে উদ্দীপকের বক্তব্যের তুলনা কর।

ঘ. সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য 'প্রতিদান' কবিতার ও উদ্দীপক দুই জায়গা থেকেই শিক্ষা নেয়া যায়-
আলোচনা কর।

উত্তরঃ- ক. যে কবিকে 'পথের বিরাগী' করেছে তার জন্য কবি পথে পথে ঘোরেন ।

খ. যে কবির ঘর ভেঙেছে কবি তাকে আপন করতে কেঁদে বেড়ান । কবি একজন মহৎ ব্যক্তি। তিনি সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনে আগ্রহী। তাই তিনি পরম শত্রুকেও ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধতে চান ।

গ 'প্রতিদান' কবিতায় পরম সহনশীলতা ও পরোপকারের কথা বলা হয়েছে। কবিকে যে আঘাত করবে, কষ্ট দেবে, বিনিময়ে ভালোবাসা দেবেন, শুভেচ্ছা জানাবেন। তিনি কখনোই প্রতিশোধ নেবেন না, প্রতিরোধ করবেন না। অফুরন্ত প্রীতি ও সহনশীলতা দিয়ে শত্রুর মন জয় করে তিনি সুন্দর সমাজ গঠন করবেন।

উদ্দীপকে আমরা দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা তথা চরম অশান্তি দেখতে পাই। 'প্রতিদান' কবিতার এক পক্ষ ধ্বংসাত্মক কিন্তু অপর পক্ষ গঠনমূলক। কিন্তু উদ্দীপকের উভয়পক্ষই ধ্বংসাত্মক।

ঘ. সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনের জন্যে 'প্রতিদান' কবিতা ও উদ্দীপকের বিবরণ এই দুই জায়গা থেকেই শিক্ষা নেয়া যায়। আলোচ্য কবিতায় দেখা যায়, একপক্ষ অন্যের ক্ষতি করে যাচ্ছে, কিন্তু অন্যপক্ষ প্রতিশোধপরায়ণ হচ্ছে না। দ্বিতীয় পক্ষ তথা কবি চরম সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি পরম শত্রুকেও ভালোবাসা দিয়ে বুকে টেনে নিচ্ছেন। অর্থাৎ ভালোবাসা, শুভেচ্ছা দিয়ে শত্রুর মন জয় করে তিনি সুন্দর সমাজ গঠন করবেন, মিলেমিশে একত্রে থাকবেন। তাই 'প্রতিদান' কবিতার মাধ্যমে সহনশীলতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গঠনের নির্দেশনা পাওয়া যায় ।

অপরদিকে, উদ্দীপকের পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে উভয়পক্ষ আক্রমণাত্মক। পরস্পরের প্রতি এরা বিষবাণ ছুড়ে দিচ্ছে এবং মামলা- মোকদ্দমায় জড়িয়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উভয়পক্ষ আর্থিক, মানসিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। এ থেকে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা জীবনে শান্তি আনতে পারে না। সুস্থ, সুন্দর সমাজ ও জীবনের জন্যে সহনশীল হওয়া অত্যাবশ্যক।

৩। শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্ব প্রায় সকল পরিবারেই কমবেশি থাকে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম সালমাদের পরিবার। বিয়ের পর সালমা স্বামীর সংসারে যায়। সেটি একটি যৌথপরিবার। সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ ছাড়াও রয়েছে ভাসুর ও জা। ভাসুর-জা, দেবর-ননদ খুবই গঠনমূলক ও সহানুভূতিশীল। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি চরম ঝগড়াটে ও খুঁতখুঁতে। তারা উঠতে-বসতে সালমার দোষ ধরতে ব্যস্ত। কিন্তু সালমা তাদের খুব খারাপ বক্তব্যকেও সহজভাবে গ্রহণ করে নেয়। এমন করতে করতে দেখা গেল একসময় শ্বশুর-শাশুড়ির স্বভাব-চরিত্র বদলে গেল। তারা এখন সালমাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখে।

(ক) কবি কার জন্য দীঘল রজনি জাগেন?

(খ) কবির পরোপকারিতার পরিচয় দাও।

(গ) 'প্রতিদান' কবিতার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য দেখাও।

(ঘ) 'প্রতিদান' কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে।-এ মন্তব্যের যথার্থতা দেখাও।

উত্তরঃ- ক. যে কবির ঘুম হরণ করেছে তার জন্যে কবি দীঘল রজনি জাগেন ।

খ. 'প্রতিদান' কবিতায় কবির পরোপকারিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যে কবির ঘর ভেঙে দেয় কবি তার জন্যে ঘর বাঁধেন। কেউ কবিকে কাঁটার আঘাত করলে কবি প্রতিঘাত করেন না। কবি কখনোই প্রতিশোধপরায়ণ নন। তিনি ফুলের শুভেচ্ছাসহ তাকে বরণ করেন। এসব বিবরণে কবির পরোপকারিতার পরিচয় বিদ্যমান।

গ.'প্রতিদান' কবিতায় দুটি পক্ষ দেখা যায়। একপক্ষ অন্যপক্ষের ক্ষতি করে যাচ্ছে, আর অন্যপক্ষ সহনশীল আচরণ করছে। এক পক্ষ আঘাতে আঘাতে অন্যপক্ষকে জর্জরিত করছে। কিন্তু অন্যপক্ষ প্রতিশোধপরায়ণ হচ্ছে না। সেই পক্ষ উজাড় করে দিচ্ছে ভালোবাসা আর চরম শত্রুকেও বুকে টেনে নিচ্ছে শুভেচ্ছা সহকারে। উদ্দীপকেও আমরা অনেকাংশে একই চিত্র দেখি। এখানে নববধূ সালমা তার শ্বশুর-শাশুড়ির নির্যাতন, নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করছে। শ্বশুর-শাশুড়ির অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে সেই পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলছে না। 'প্রতিদান' কবিতার কবির মতোই উদ্দীপকের সালমা সৃজনশীলতার প্রতীক

ঘ 'প্রতিদান' কবিতায় দুটি পক্ষ রয়েছে। পক্ষদুটির চালচলন তথা চরিত্র বিপরীতধর্মী। একপক্ষ আক্রমণাত্মক, অন্যপক্ষ সহনশীল। একপক্ষ অন্যপক্ষকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে, আর অন্যপক্ষ তা সহ্য করে। শুধু তাই নয় চরম শত্রকেও পরম ভালোবাসা দিয়ে বন্ধু করে নিতে চায়। একপক্ষ ভাঙে, অন্যপক্ষ গড়ে।
উদ্দীপকেও আমরা দুই ধরনের চরিত্রের দেখা পাই। অর্থাৎ দুটি পক্ষ পাই। একপক্ষে নববধূ সালমা আর অন্যদিকে রয়েছে তার শ্বশুর-শাশুড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি ঝগড়াটে প্রকৃতির। তারা উঠতে বসতে নববধূর দোষ অনুসন্ধান করে। কারণে-অকারণে সালমাকে কথা শোনায়, নির্যাতন করে। কিন্তু সালমা

সহ্য করে যায়। বরং শ্বশুর-শাশুড়ির মন পাওয়ার জন্যে সে ক্রমাগত চেষ্টা করে যায়। বাড়ির অন্যান্য সদস্য অর্থাৎ সালমার দেবর-ননদ, ভাশুর-জা সালমার প্রতি সহানুভূতিশীল। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'প্রতিদান' কবিতার মতো উদ্দীপকটিতেও আমরা বিপরীতধর্মী চরিত্র দেখতে পাই।

আঠারো বছর বয়স (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

"আঠারো বছর বয়স" কবিতাটি কবি পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনলোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

(ক) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(খ) আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ - কেন? ব্যাখ্যা কর।'
(গ) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার যে দিকগুলো উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয় নি, সেগুলো আলোচনা কর ।
ঘ. উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে তারুণ্য ও যৌবন শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ- ক 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ" বলতে এ বয়সে যে কঠিন সময় পার করতে হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়সে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ। তাকে এ সময় অন্যের উপর নির্ভরশীলতাকে পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, যা তাকে এক দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এ কারণেই কবি আঠারো বছর বয়সকে দুঃসহ বলেছেন ।

গ. উদ্দীপকে তারুণ্য দীপ্ত যৌবনের মিছিলে বা যুদ্ধে যাবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উক্ত বিষয়ের পাশাপাশি তরুণদের প্রত্যয়, দৃঢ়চিত্ত, অদম্য প্রাণশক্তি, আত্মত্যাগী মনোভাব, যথাযথ পথনির্দেশনার অভাবে নেতিবাচক দিক প্রতিফলিত হয়েছে, যা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয় নি।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সমস্যাপীড়িত এই দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তির জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। যৌবনশক্তির আশীর্বাদে তরুণরা দেশ ও জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। আবার সঠিক দিক নির্দেশনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবেই এ বয়সের তরুণদের চারিত্রিক প্রকাশ ঘটে। তখন তারা সমাজ ও দেশের জন্য বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হয়। এসকল বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয় নি।

ঘ. উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্য ও যৌবন শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে যৌবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে। এ সময়েই মানুষ দৃঢ়তায়, সাহসিকতায়, প্রাণের আবেগে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়। তাই এ সময়কেই মিছিলে যাওয়ার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় বলা হয়েছে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি অসীম সাহসের অধিকারী তরুণদের দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার বিষয়কে নির্দেশ করেছেন। তরুণরা কল্যাণের পথে, প্রগতির পথে এগিয়ে যায়, তারা এক অসীম প্রাণশক্তির উৎস। এই বয়স কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে। এই বয়সের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি উদ্দীপক ও কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ।

২। সাইফ, শাওন, সাকিব, শুভ ও পাড়ার আরো কয়েকজন যুবক বন্ধু মিলে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তাদের কাজ হলো শহরের বিভিন্ন উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন উৎসবে গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করা। একদিন হঠাৎ কয়েকজন বখাটে যুবক তাদের কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা চায়। কিন্তু এতে ওরা ভয় পায় নি, থেমেও যায় নি। সংঘবদ্ধ হয়ে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বখাটেদের উৎপাত বন্ধ করে ।

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের যুবকদ্বয়ের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে তার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের সাথে 'এদেশের বুকে আঠারো বছর বয়স আসুক নেমে'- উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর ।

উত্তরঃ- ক. "আঠারো বছর বয়স' কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ. এখানে আঠারো বছর বয়সের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

'আঠারো বছর বয়স' তথা যৌবনকালে মানুষ সাহসী, প্রতিবাদী হয়। তারা তখন অন্যায়, মিথ্যা, শোষণ, অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। প্রয়োজনে তারা জীবন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তাই কবি বলেছেন, যুবকরা জানে মানবতার কল্যাণে জীবনদান তথা রক্তদান করা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ ।

গ. উদ্দীপকের যুবকদ্বয়ের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত যুবকদের চরিত্রে ইতিবাচক দিকের মিল রয়েছে। আঠারো বছর বয়স তথা যুবকদের মধ্যে দেশ গঠনের মনোভাব কাজ করে। তারা সুন্দর, সুশীল, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। উদ্দীপকের সাইফ ও তার বন্ধুদের মধ্যেও সমাজের মঙ্গল করার চিন্তা জাগ্রত আছে। এ ছাড়া তারা বখাটে, চাঁদাবাজদের দমন করতে সক্ষম হয়। তাদের চরিত্রের এই দিকগুলোর সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ."এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"- বলতে কবি বাঙালি জাতির মধ্যে সাহসী ভাব বা চেতনার আহ্বান করেছেন। বাঙালি জাতি এক সময় অনেক সমস্যায় ভারাক্রান্ত ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল পরাধীনতার গ্লানি। পরাধীন, নিরক্ষর, দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতিকে তিনি সাহস জুগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আঠারো বছর বয়স তথা যৌবনের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি বাঙালি জাতি ধারণ করতে পারে তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

মুক্তি আসতে বাধ্য। তাই কবি এ জাতিকে সাহসী, প্রতিবাদী চেতনাকে ধারণ করতে বলেছেন। "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"- তিনি মূলত এই কথাটি বুঝিয়েছেন।

৩। শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশান ঘাটে,
গোরস্তানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন
পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা পীড়িতদের মুখে,
বন্ধুহীন রোগীর শয্যার পার্শ্বে যখন সে রাত্রির
পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন পথে পথে গান
গাহিয়া ভিখারি সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য
ভিক্ষা করে, যখন দুর্বলের পাশে বল হইয়া
দাঁড়ায়, এই ধর্ম যাহাদের, তাহারাই তরুণ।

এই সাজেশনটি "HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি" ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?
খ. 'এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য' বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন ভাবের সাথে তুলনা করা চলে? আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির পুরো ভাবার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে- উক্তিটির সপক্ষে মতামত দাও।

উত্তরঃ- ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য একুশ বছর বয়সে মারা যান।

খ, 'এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য'- কথাটি দিয়ে কবি তরুণদের দ্রোহপ্রবণ সত্তার স্বরূপটি তুলে ধরেছেন।
দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে আঠারো বছর বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবিলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে ।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার তরুণদের মানবসেবা ও চলার দুর্বার গতির দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সের উত্তেজনা, প্রবল আবেগ, উচ্ছ্বাস ও দুর্বার চলার রূপ তুলে ধরেছেন। তরুণদের সকল উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা মানবতার কল্যাণে ও সেবাব্রতে নিয়োজিত। তরুণরা এ বয়সে তাদের অদম্য যৌবনশক্তিকে নিয়োজিত করে দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।
উদ্দীপকেও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মানবসেবার ভাবটি পরিলক্ষিত হয়। তরুণরা শব বা মৃতদেহ কাঁধে বহন করে শ্মশানে নিয়ে যায়। নিজে না খেয়ে থেকে সে খাবার দুর্ভিক্ষ, বন্যা পীড়িতদের মাঝে বন্টন করে, রোগীর সেবার জন্য রাতের পর রাত জাগে, দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে আবার দুর্বলের পাশে বল হয়ে দাঁড়ায়। তারুণ্যের মানবসেবার এই ইতিবাচক ভাবের সাথে উদ্দীপক ও কবিতার বিষয়বস্তুর তুলনা করা চলে ।

ঘ. উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির পুরো ভাবার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে।
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তারুণ্য তথা যৌবনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের ঙ উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণে ব্রত। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় ।

উদ্দীপকটির বিষয়বস্তুর মূলভাবও কবির বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। উদ্দীপকে তরুণদের ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। তরুণরা অদম্য, তারা গোরস্থানে শব বহন করে, নিজেরা না খেয়ে সে খাবার অনাহারীদের মাঝে বিতরণ করে, দুর্বলের পাশে বল হয়ে দাঁড়ায় । প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য ।
কাজেই উদ্দীপকের মধ্যে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বর্ণিত তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত হয়েছে।

নাটক (সৃজনশীল প্রশ্ন)
সিরাজউদ্দৌলা (সিকান্দার আবু জাফর)

"সিরাজউদ্দৌলা" নাটকটি লেখক পরিচিতিসহ ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পড়তে উপরের QR কোডটি স্ক্যান করুন। QR কোডটি স্ক্যান করতে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোর থেকে QR Code Scanner Apps টি ডাউনলোড করে মোবাইলে ইনস্টল করুন। তারপর QR Code Scanner Apps টি ওপেন করে উপরের QR Code টি স্ক্যান করুন।

১। যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

ক. কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার কে?
খ. 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র"- মূল্যায়ন কর।

HSC BMT

উত্তরঃ- ক. কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার হলওয়েল।

খ. নবাব সিরাজের কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি প্রশ্নের বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তার আত্মীয় তথা কাছের মানুষগুলো তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করে। তার সাথে যোগ দেয় কোম্পানির প্রতিনিধিরা। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নবাবের পতন কামনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবাবের খালা ঘসেটি বেগম, সেনাপতি মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। এবং নবাবের পতনকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে স্ত্রীর কাছে নবাব সিরাজ উক্তিটি করেছেন।

গ. শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম নাটকের নবাব সিরাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পিতা জয়নুদ্দিন ও মাতা আমিনা বেগমের জৈষ্ঠ্য পুত্র সিরাজ ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দি খাঁর নয়নের মণি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা, দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমিক যুবক। প্রজ্ঞা ও কর্তব্যপরায়ণয়তা, তেজস্বীতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অনন্যতা দান করেছে।

উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন দেশপ্রেমিক নেতা। দেশ ও দেশের মানুষকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি আজ স্বাধীন ভূ-খণ্ড পেয়েছে। এজন্যে দেশে যতদিন পদ্মা মেঘনা, যমুনা, গৌরী নদী প্রবাহিত হবে ততদিন বাঙালি জাতি তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নাটকের নবাব সিরাজও ছিলেন এমনই একজন দেশপ্রেমিক নেতা। তিনি এদেশের মাটিকে, মানুষকে, প্রকৃতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি কোনো কিছুর বিনিময়ে স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে চাননি। বিদেশি ইংরেজরা প্রজাদের উপর পীড়ন করলে সেটা কঠোর হাতে দমন করেছেন। জীবনের শেষ বেলাতেও তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির মঙ্গল কামনা করে গেছেন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র।" - কথাটি সত্যি।

ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে সিকান্দার আবু জাফর নীতিকে লঙ্ঘন না করে সিরাজ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার প্রাণের পুরুষ। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বীর বাঙালি বাংলাকে স্বাধীন করেছে দখলদার পাকিস্তানিদের হাত থেকে। তিনি জীবনভর চেয়েছেন বাংলা ও বাঙালির সমৃদ্ধি। তাই তিনি মরে গিয়েও বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছেন। যতদিন পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান থাকবে ততদিন বাঙালি মহান দেশনেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বঙ্গবন্ধুর এই দেশপ্রেমের বিষয়টি নাটকের নবাব সিরাজের মাঝে উপস্থাপিত হয়েছে বটে তবে এটিই নাটকের একমাত্র দিক নয়।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হলেও এখানে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনা সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার এদেশের অতীত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। এখানে ইংরেজদের আচরণ, কৌশল ও শোষণ নীতি, নবাবের আত্মীয়দের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা, নবাবের পরাজয় ও করুণ মৃত্যু, ইংরেজদের পুতুল সরকার হিসেবে মিরজাফরের ক্ষমতা গ্রহণ বিষয় উঠে এসেছে যা উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি। এজন্যে প্রশ্নের বক্তব্যটি সত্য বলে মনে হয়।

২। বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজ বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র ফকির-দরবেশ-অলি- গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

ক. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মোট কতটি দৃশ্য রয়েছে?

খ. 'যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন।' ওয়ালী খান কেন যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন?

গ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটির ভাব 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের একটিমাত্র ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভাবকে নয়।" যথার্থতা বিচার কর।

উত্তরঃ- ক. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মোট ২২টি দৃশ্য রয়েছে।

খ. ইংরেজদের পক্ষে লড়াইরত বাঙালি সৈনিক নবাব সৈন্যের ক্ষিপ্রতা ও ক্ষমতা আঁচ করতে পেরে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করেন ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আক্রমণের তীব্রতায় ইংরেজদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধরত বাঙালি সৈন্য ওয়ালী খান ক্যাপ্টেন ক্লেটনকে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন।

গ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে বর্ণিত বাঙালির স্বাধীনতাপিয়াসী চেতনা ও এদেশের অপার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলার রূপ চিরন্তন। এদেশের প্রকৃতির মতোই এদেশের মানুষের হৃদয় কোমল। কিন্তু তারা যখন দেশমাতৃকার অসম্মান দেখে তখনই কঠিন হয়ে দেশের সম্মান রক্ষা করার জন্যে জেগে ওঠে। অসীম সাহসে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে চিরন্তন বাংলা ও বাঙালির চেতনার কথা। বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগে স্বাধীনতাকে রক্ষার চেষ্টা করেছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আত্মদান করেছে। উদ্দীপকের এই ভাবটি পরিলক্ষিত হয় 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথমেই। সেখানে বলা হয়েছে এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বাঙালিকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। নবাব সিরাজের জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী আমাদের আলোড়িত করে। যিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জীবনে করুণ পরিণতির শিকার হন। এভাবটিই উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের একটিমাত্র ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভাবকে নয়।" মন্তব্যটি যথার্থ।

দেশমাতৃকার প্রশ্নে বাঙালি সবদিনই আপোষহীন। যে-কোনো মূল্যে দেশের সম্মান রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। বাঙালির অতীতের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস আমাদের এই তথ্যই প্রদান করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে বাংলার অপরিমেয় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সম্পদের কথা। আছে বাঙালির সাহসের কথা। এরা শুধু লাঠি দিয়ে দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে। এদেশের আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে বাঙালির এই বৈশিষ্ট্য অঙ্কনের পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় অঙ্কিত হয়েছে।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে বর্ণিত হয়েছে এদেশের সম্পদের মোহে ইংরেজদের আগমন, অবস্থান, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, বাংলার নবাবের সাহসিকতা এবং ষড়যন্ত্রের ফলে আটকা পড়ে জীবনের করুণ পরিণতির কথা। এ বিষয়গুলোর শুধু বাংলার সম্পদ ও বাঙালির সাহসের দিকটি ছাড়া উদ্দীপকে অন্য সব বিষয় অনুপস্থিত। তাই বলা যায় প্রশ্নের মন্তব্য যথার্থ।

৩। জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে কদমতলী ও শিমুলতলী গ্রাম দুটির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ বাঁধে। কদমতলীর লোকজন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিরীহ শিমুলতলী গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি লুট করতে আসে। শিমুলতলী গ্রামের লোকজন একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে

কদমতলীর দখলদাররা সিংহের মতো হুংকার দিলেও প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়। শিমুলতলীর আতা খাঁ মন্তব্য করেন কদমতলীরা সিংহ হয়ে এসে বিড়াল হয়ে পালিয়ে গেছে।

ক. কে দুর্গে সাদা নিশান ওড়াতে বলে গেল?

খ. 'আমি সব খবর রাখি হলওয়েল'- সিরাজ এ উক্তিটি কেন করেছেন?

গ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের একটি খণ্ডাংশের ধারক মাত্র।" যথার্থতা বিচার কর।

উত্তরঃ- ক. জর্জ দুর্গে সাদা নিশান ওড়াতে বলে গেল।

খ. ইংরেজদের সব অপকর্মের কথা জানতে পেরেছেন নবাব সিরাজ কিন্তু হলওয়েল সেটা অস্বীকার করলে নবাব উক্ত উক্তিটি করেন।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

ইংরেজদের কাশিমবাজারে অস্ত্র আমদানি, প্রজাদের প্রতি অত্যাচার, নবাবের নির্দেশ অমান্য করা প্রভৃতি কারণে নবাব ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করেন এবং ইংরেজদের পরাজিত করেন। সেখানে উপস্থিত ইংরেজদের ঘুষখোর ডাক্তার হলওয়েলের কাছে এসব অপকর্মের কৈফিয়ত চাইলে সে নবাবের সামনে এসব অস্বীকার করে। জবাবে নবাব উক্ত কথাটি বলেন।

গ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের নবাবের সৈন্যের সাথে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ইংরেজদের যুদ্ধের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইংরেজরা এদেশে ব্যবসা করার নাম করে আসলেও ক্রমে তারা তাদের আধিপত্যের জাল বিস্তার করার কাজে মনোনিবেশ করে এবং এক পর্যায়ে ছলে বলে কৌশলে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় দখলদার কদমতলী গ্রামবাসীর সাথে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিমুলতলী গ্রামের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলে দখলদারদের গুটিয়ে দেয়। কদমতলীর লোকজন ক্ষমতার বড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হয়। এমনই চিত্র দেখি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজ সেনাদের অনেক বড়াই দেখি কিন্তু নবাব সৈন্যের ক্ষিপ্রতা ও শক্তির সামনে তারা দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন করে জাহাজে আশ্রয় নেয়। উভয় স্থানে এই বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. "উদ্দীপকটি সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের একটি খণ্ডাংশের ধারক মাত্র।" মন্তব্যটি যথার্থ।

ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। নিজেদের ক্ষমতা লোভী মনোভাব আস্তে আস্তে প্রকাশ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা এদেশ শাসন করার স্বপ্ন দেখে এবং কালের বিবর্তনে তাদের সেই স্বপ্ন সফল হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় ইংরেজদের দখলদারী চেহারার প্রতিরূপ কদমতলী গ্রামের লোকজনদের মাঝে। তারা শিমুলতলী গ্রামে হামলা চালায় লুটপাট করার জন্যে। এবং এক পর্যায়ে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকের এই ঘটনাটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দখলদারী ইংরেজদের সাথে নবাব সেনাদের যুদ্ধের বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়।

নাটকে এই ঘটনার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি আরও অনেক চিত্র উঠে এসেছে। যেমন- পরাজয়ের পর ইংরেজদের কৌশলগত পরিবর্তন, নবাবের পরিজনদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা, নবাব সেনাদের বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মীয়-পরিজনদের ষড়যন্ত্র, নবাবের পতন, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পুতুল নবাব হওয়া প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে যা উদ্দীপকে আলোচিত হয়নি। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের একটি খণ্ডাংশের ধারক মাত্র মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলা ব্যাকরণ

১। আধুনিক বাংলা বানান রীতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তরঃ ভাষাভাষী জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা অন্যতম একটি প্রধান ভাষা। অথবা বাংলা বানানের ক্ষেত্রে একই বানানের ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায়। তাই বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে সঠিক ও নির্ভুলভাবে লেখা বা উপস্থাপনের জন্য বাংলা বানানের নিয়ম জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন ভাষার শব্দের বানান ও উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। বাংলা ভাষার মধ্যে বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। এদের মধ্যে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এছাড়া বিদেশী শব্দের বানানে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম নীতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ভাষায় কোন মতেই একটি শব্দের একাধিক বানান কাম্য নয়। বানান একরকম না হলে ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, তেমনি অর্থের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দেয়। এসকল অসুবিধা দূর করার জন্য আধুনিক বাংলা বানান রীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম বলতে কী বুঝ? প্রমিত বাংলা বানানের ৩টি নিয়ম লেখ।

উত্তরঃ প্রমিত বাংলা বানান বলতে আমরা মানসম্মত বাংলা বানান বা বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা বানানের নিয়মকে বুঝায়। যে যে ভাষায় কথা বলুক না কেন, তার একটি শুদ্ধ রূপ রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই একটি সর্বজনগ্রাহ্য শুদ্ধ রূপ রয়েছে। একেই প্রমিত বাংলা বানানের রূপ বলা হয়।

তৎসম শব্দযোগে বাংলা বানানের নিয়মঃ

ক. যে সব তৎসম শব্দে ই, ঈ, বা উ,ঊ উভয়েই শুদ্ধ, সেই সব শব্দে কেবল ই বা উ কার (ি,ু) ব্যবহৃত হয়। যেমন- কিংবদন্তি, চিৎকার, ধমনি ইত্যাদি।

খ. রেফের পর ব্যঞ্জণবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- অর্চনা, কর্দম, কার্তিক ইত্যাদি

গ. ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে ং লেখা যাবে। যেমন- অলংকার, ভয়ংকর, সংগঠন ইত্যাদি।

মূর্ধন্য ণ এবং দন্ত্য ন শব্দযোগে গঠিত বাংলা বানানের নিয়মঃ

ক. ট- বর্গের ধ্বণির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য "ণ" যুক্ত হয়। যেমন- ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

খ. ঋ, র, ষ-এর পরে "ণ" যুক্ত হয়। যেমন-ঋণ, রণ, ভীষণ ইত্যাদি।

গ. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খানে টা। এরূপ শব্দে ন হয়। যেমন-ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি ইত্যাদি।

বিসর্গ "ঃ" শব্দযোগে গঠিত বাংলা বানানের নিয়মঃ

ক. শব্দের শেষে বিসর্গ ঃ থাকবে না। যেমন- কার্যত, মূলত, বস্তুত ইত্যাদি।

খ. যেসকল শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় সেসব শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে। যেমন- পুনঃপুন ইত্যাদি।

গ. পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বর্জনীয়।

৩। ই-কার ব্যবহারের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখ।

উত্তর: নিচে ই-কার ব্যবহারের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো:-

১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে ই-কার ও ঈ-কার দুটিরই প্রয়োগ আছে। কিন্তু অ-তৎসম শব্দের বানানে 'ই' ধ্বনির ক্ষেত্রে সর্বত্র কেবল ই-কার ব্যবহার করা সংগত। যেমন-পাখি, চিংড়ি, কেরানি ইত্যাদি।
২. মৌলিক ক্রিয়াবাচক শব্দ ও পদে 'ই' ধ্বনির সর্বত্রই ই-কার হয়ে থাকে। যেমন- চিমটানো, বিলানো ইত্যাদি।
৩. বিশেষণসূচক ও স্ত্রীবাচক 'ঈ' প্রত্যয়ান্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলো ছাড়া সাধারণভাবে সংখ্যাবাচক শব্দের বানানে ই-কার হয়। যেমন-তিন, চল্লিশ, আশি ইত্যাদি।
৪. প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার হয়। যেমন- প্রজাপতি, বুলবুলি, তিমি ইত্যাদি।
৫. স্ত্রীবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার হয়। যেমন-দিদি, মামি, নানি ইত্যাদি।

৪। আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখঃ
উত্তরঃ আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি প্রধান নিয়ম নিচে প্রদত্ত হলো :
১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না ঃ রেফের ( ) পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব সর্বত্র পরিত্যাজ্য। তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, সকল শব্দের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন- অর্চনা, ধর্ম, গর্ব, শর্ত, কর্তা, চর্বি ইত্যাদি ।
২। সন্ধিতে 'ম' স্থানে অনুস্বার (ং) ঃ যদি ক, খ, গ, ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে (ং) অনুস্বার হবে। যেমন- সংগম > সম + গম, সংগঠন > সম + গঠন, ভয়ংকর; সংখ্যা ইত্যাদি।
৩। হস্ চিহ্ন ঃ শব্দ উচ্চারণের সময় শব্দান্তে 'অ' উচ্চারণ অনেক সময় সঠিক হয় না। অনেক শব্দের শেষে তাই হস্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন- চেক, জজ, টন, মাল, টক, হুক, পকেট।
৪। ই, ঈ-কার ঃ
(ক) বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণে সাধারণত ৭'-কার যোগ করলে বিশেষণ তৈরি হয়। যেমন- উৎসাহ > উৎসাহী।
(খ) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে দীর্ঘ-ঈ-কার হবে। যেমন- গাভী, দাসী, রানী, মানবী, যুবতী, নেত্রী, তরুণী ইত্যাদি ।
(গ) 'আলি' প্রত্যয় যোগে তৈরি বিশেষণ বাচক শব্দ "ভ" কার হবে। যেমন- বর্ণালি, স্বর্ণালি, রুপালি ইত্যাদি । বিদেশি যে কোন শব্দের বানানে "ি হবে। যেমন- দাবি, দামি, আসামি, নাজির, ফাঁসি, দরকারি ইত্যাদি । (ঙ) সন্ধির ক্ষেত্রে ৭' কার হবে। যেমন- রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র, পরি + ঈক্ষা : পরীক্ষা, সতীশ, অধীত, অতীত ইত্যাদি। (চ) জাতি ও ভাষার নামের ক্ষেত্রে "ভ" কার হবে। যেমন- জার্মানি, বাঙালি, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ।
৫। উ, ঊ-কার ঃ
(ক) তৎসম শব্দে ঊ-কার অবিকৃত থাকে। যেমন- বধূ, মূল ইত্যাদি।
(খ) তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে কেবল উ-কার হয়। যেমন- কবুল, চুন, মুলা, নিচ, উঁচু ইত্যাদি। (গ) ক্রিয়াবাচক শব্দে উ-কার হবে। যেমন- বসুন, আসুন ইত্যাদি।
সন্ধির ক্ষেত্রে উ-কার হবে। যেমন- কটূক্তি (কটু + উক্তি), লঘূর্মি, তদূর্ধ্ব, মরূদ্যান ইত্যাদি।

৫। ন-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
উত্তরঃ বাংলা ভাষায় 'ণ' ও 'ষ'-এর ভিন্ন উচ্চারণ নেই। এ দুটি বর্ণের ভিন্ন অস্তিত্ব বাংলা ভাষায় না থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে, যেগুলো কোনরূপ পরিবর্তিত হয়নি। সংস্কৃত শব্দের বেলায় ণ-ত্ব বিধান অনুসরণ করা দরকার। তা না হলে মূল সংস্কৃত শব্দের বানান রীতিতে বৈষম্য দেখা দেবে এবং এতে অর্থের পরিবর্তন ঘটবে। তাই বাংলা ভাষায় ন-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে দেশি ও বিদেশী শব্দে ন-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ, সেসব ভাষায় ণ ও ষ-এর ব্যবহার নেই।

৬। ন-ত্ব বিধান কাকে বলে? ন-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো লেখ।
উত্তরঃ তৎসম শব্দের বানানে ণ- এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।
ন-ত্ব বিধানের নিয়মগুলোঃ
ক. ট- বর্গের ধ্বণির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য "ণ" যুক্ত হয়। যেমন- ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।
খ. ঋ, র, ষ-এর পরে "ণ" যুক্ত হয়। যেমন-ঋণ, রণ, ভীষণ ইত্যাদি।
গ. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয় যেমন- চাণক্য, মাণিক্য, গণ, ইত্যাদি
ঘ. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খানে টা। এরূপ শব্দে ন হয়। যেমন-ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি ইত্যাদি।
ঙ. ত, থ, দ, ধ-এর পূর্বে সংযুক্ত বর্ণে 'ন' হয় 'ণ' হয় না। যেমন-বৃন্ত, ক্রন্দন, গ্রন্থ ইত্যাদি।
চ. খাঁটি বাংলা ও বিদেশী শব্দে 'ণ' হয় না। যেমন- ট্রেন, ইরান, তুরান ইত্যাদি।

৭। ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ষ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো লেখ।
উত্তরঃ তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।
ষ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলোঃ
ক. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
খ. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে ষ হয়। যেমন- অভিষেক, সুষমা ইত্যাদি।
গ. ঋ কারের পর ষ হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক ইত্যাদি।
ঘ. তৎসম শব্দে র-এর পর ষ হয়। যেমন- বর্ষা, বর্ষণ ইত্যাদি।
ঙ. র-ধ্বনির পর যদি অ, আ অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যেমন- পরিষ্কার।
চ. ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যথা: কষ্ট, স্পষ্ট ইত্যাদি।

৮। 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'- আলোচনা করো।
উত্তর: যেসব অব্যয় মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে মিলে বা ধাতুকে অবলম্বন করে ওই ধাতুর নানা অর্থের সৃষ্টি করে তাকে উপসর্গ বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর কোন অর্থ অর্থবাচকতা নেই, শুধু মূল শব্দ বা ধাতুর আগে এরা ব্যবহৃত হলেই এদের অর্থদ্যোতকতা শক্তি সৃষ্ট হয়।
উদাহরণ: 'অনা' একটি উপসর্গ। এর নিজের কোন অর্থ নেই। কিন্তু 'আবাদ' শব্দের আগে 'অনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে 'অনাবাদ' অর্থাৎ আবাদ নেই যার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে উপসর্গসমূহের নিজস্ব কোনো বিশেষ অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলেই এদের অর্থদ্যোতকতা বা সংশ্লিষ্ট শব্দের নতুন অর্থ সৃজনের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায় উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

৯। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
উত্তর: বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের যে কোনো পাঁচটি বানান সূত্র উদাহরণসহ নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. সকল অ-তৎসম শব্দে অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ-কার ব্যবহৃত হবে । এমনকি জাতিবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে । যেমন- বাড়ি, শাড়ি, তরকারি, ইংরেজি, জাপানি, ইতালি, পিসি, দিদি ইত্যাদি
২.'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন- মিতালি, বর্ণালি, সোনালি ইত্যাদি । তবে নাম বিশেষ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যয় চলতে পারে ।

৩. সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে । যেমন- কী করছ? কী পড়? অন্য সব ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে শব্দটি লেখা হবে । যেমন- সে কি এসেছিল? তুমিও কি যাবে?
৪. পদাশ্রিত নির্দেশকটিতে ই-কার হবে । যেমন- মেয়েটি, বইটি ।
৫. তৎসম শব্দের বানানে 'ক্ষ' অপরিবর্তনীয় । যেমন- ক্ষেত, ক্ষীর, ক্ষুর ইত্যাদি। তবে অ-তৎসম শব্দে খুদ, খুর, খিদে ইত্যাদি লেখা চলবে ।

১০। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

উত্তর: ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে হলে শুদ্ধ বানান জানা খুব প্রয়োজন। উচ্চারণের ভিন্নতা থাকলেও শব্দের বানান বিভিন্ন রকম হতে পারে না। প্রত্যেক ভাষার বানানের জন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয়। বাংলা ভাষার বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কিত সমস্ত নিয়মকানুন সৃষ্টির দায়িত্ব বাংলা একাডেমির রয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম-
১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- অংশু,শস্য,গভীর উত্যাদি।
২. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে ই বা উ এবং ই-কার বা উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- পদবি, ঊষা, সরণি ইত্যাদি।
৩. ক,খ,গ,ঘ পরে থাকলে পদের আন্তস্থিত ম স্থলে অনুস্বার(ং) হবে। যেমন- আহম+কার= আহংকার, সম+গীত= সংগীত ইত্যাদি।
৪. রেফ এর পের ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন- কর্ম,ধর্ম,কার্য ইত্যাদি।
৫. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) হবে না। যেমন- কার্যত,ইতস্তত,প্রায়শ ইত্যাদি। তবে শব্দের মধ্যে বিসর্গ থাকবে। যেমন- দুঃখ, অতঃপর ইত্যাদি।

১১। শব্দ বলতে কী বুঝায়? বাংলা ভাষার শব্দের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

উত্তরঃ শব্দঃ এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। যেমন- এ বাড়ি আমাদের। এখানে 'এ' 'বাড়ি' 'আমাদের' তিনটি শব্দ রয়েছে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে।'
শব্দের শ্রেণিবিভাগঃ বাংলা ভাষার অভিধানগুলোতে প্রায় এক লক্ষ শব্দ রয়েছে। এ শব্দগুলোকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিকরণ করেছেন। যথা-
ক. উৎস বিচারে শ্রেণিকরণ খ. গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ গ. অর্থ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ।

১২। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝায়? ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লিখ।

উত্তর: ব্যাকরণগত চরিত্র ও ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। ব্যাকারণিক শব্দশ্রেণিকে আটভাগে ভাগ করা যায়। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

ক. বিশেষ্য : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন- নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

খ. সর্বনাম : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন- ইনসাদ ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উল্লিখিত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে সে শব্দটি ইনসাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হল সর্বনাম।

গ. বিশেষণ : বিশেষণ হচ্ছে বাক্যে শব্দকে বিশেষিত করে শব্দের অর্থকে বিশদ বা সীমিত করে। বিশেষণ যখন কোনো কিছুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখন বিশেষ্য শব্দের অর্থ বিশদ করে। যেমন- নীল আকাশ, ঠাণ্ডা হাওয়া, চৌকস লোক ইত্যাদি।

ঘ. ক্রিয়া : যে শব্দশ্রেণি বাক্যে কাল, প্রকার, পক্ষ ইত্যাদি বিভক্তি প্রয়োজন মতো গ্রহণ করে-
ক) বাক্যে বিধেয় অংশ গঠন করে, এবং খ) কোনো কিছু করা, থাকা, ঘটা, হওয়া, অনুভব করা ইত্যাদি কাজে সংগঠন বোঝায় তাই ক্রিয়াশব্দ। যেমন- শফিক বই পড়ে। কাল একবার এসো। অথবা, যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, খাওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন- সে হাসছে। বাগানে ফুল ফুটেছে। এবার বৃষ্টি হবে।

ঙ. ক্রিয়াবিশেষণ : যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে। যেমন- সে দ্রুত দৌড়াতে পারে। ভ্রমর গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সে এবার জোরে জোরে হাঁটছে।

চ. যোজক : যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন- মিমিয়া আর আলিয়া দু'বোন। তিনি হয় রিকশায় না-হয় হেঁটে যাবেন। তোমাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

ছ. অনুসর্গ : যে শব্দগুলো কখনও স্বাধীনরূপে আবার কখনও বা শব্দবিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন- ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। তোমার জন্য এটা আমার বিশেষ উপহার।

জ. আবেগ শব্দ : আবেগ শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে আলগা বা স্বাধীনভাবে বাক্যে বসে। মরি মরি! কী রূপমাধুরী! আরে, তুমি আবার কখন এলে! ছিঃ এমন কাজ তোর! আঃ! কী বিপদ!

১৩। বিশেষ্য পদ কত প্রকার? প্রত্যেক পদের উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর: বিশেষ্য পদ: যে পদ দিয়ে কোনাে ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, সমষ্টি, কাজ বা গুণের নাম বাঝোয়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: রবীন্দ্রনাথ, পানি, মানুষ, ঢাকা, সমিতি, ভাজেন, বিনয় ইত্যাদি।
বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ:সাধারণত বিশেষ্য পদ ছয় রকমের হয়। যেমন :
১. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য, ২. জাতিবাচক বিশেষ্য, ৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য, ৪. গুণবাচক বিশেষ্য, ৫. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ও ৬. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।
১. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দিয়ে ব্যক্তি, স্থান, নদী, পর্বত, সাগর, গ্রন্থ ইত্যাদির নাম বা সংজ্ঞা বাঝোয় তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ঢাকা, দিল্লি, পদ্মা, মেঘনা, হিমালয়, বঙ্গোপসাগর, মহাভারত, মেঘনাদবধ ইত্যাদি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দিয়ে কোনাে জাতি বা শ্রেণির নাম বাঝোয় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : মানুষ, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইংরেজ, আমেরিকান, বাঙালি, নিগ্রো, পাখি ইত্যাদি।
৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দিয়ে কোনাে বস্তুর নাম বাঝোয় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: লবণ, তেল, জল, ইট, কাঠ, সানো, তামা, লাহো, কাগজ, কলম ইত্যাদি।
৪. গুণবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দিয়ে কোনাে গুণ, দোষ বা অবস্থা বাঝোয়, তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: দুঃখ, দয়া, সুখ, সৌন্দর্য, সাধুতা, বিনয়, বীরত্ব, শাকে ইত্যাদি।
৫. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দিয়ে কোনাে ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টি বাঝোয় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে।
যেমন - জনতা, সভা, সমিতি, দল, ফৌজ, নৌবহর, মাহফিল ইত্যাদি।
৬. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দিয়ে কোনাে কাজের নাম বাঝোয় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : গমন, ভাজেন, দর্শন, ভ্রমণ, রাদেন, শয়ন, শ্রবণ ইত্যাদি। একে ভাববাচক বিশেষ্যও বলা হয়।

১৪। আবেগ শব্দ কাকে বলে? কত প্রকার কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর:- যেসব শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগ প্রকাশ করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় আবেগ শব্দ। এ ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।
মানুষের বিবিচত্র আবেগের প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে ৮ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-
১. সিদ্ধান্তসূচক আবেগ শব্দ ২. প্রশংসাসূচক আবেগ শব্দ ৩. বিরক্তিসূচক আবেগ শব্দ ৪. ভয় ও যন্ত্রণাসূচক আবেগ শব্দ ৫. বিস্ময়সূচক আবেগ শব্দ ৬. করুণাসূচক আবেগ শব্দ ৭. সম্বোধনসূচক আবেগ শব্দ ৮. অলঙ্কারিক আবেগ শব্দ
১। সিদ্ধান্তসূচক আবেগ শব্দ : যে শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকে সিদ্ধান্তসূচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- বেশ, তুমি যা বলছ, তা-ই হবে।
২। প্রশংসাসূচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ প্রশংসার মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লিখেছ!
৩। বিরক্তিসূচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে বিরক্তিসূচক শব্দ বলে। যেমন- ছি! ছি! এটা তুমি কী বললে!
৪। ভয় ও যন্ত্রণাসূচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা ও ভয় প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- আঃ! কী বিপদ!
৫। বিস্ময়সূচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে, সেগুলোকে বলা হয় বিস্ময়সূচক আবেগ শব্দ। যেমন- আরে! তুমি আবার কখন এলে!
৬। করুণাসূচক আবেগ : যেসব শব্দ করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে, সেগুলোকে করুণাসূচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- হায়! হায়! এ অনাথ শিশুদের এখন কে দেখবে!
৭। সম্বোধনসূচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে সম্বোধনসূচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
৮। আলঙ্কারিক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশন, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে আলঙ্কারিক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- যাক গে যাক! ওসব ভেবে লাভ নেই।

১৫। যোজকের শব্দের সংজ্ঞা দাও। যোজক শব্দের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লিখ।

উত্তর: যে শব্দ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্য বা বাক্যস্থিত একটি পদের সাথে অন্য পদের সংযোজন বিয়োজন অথবা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। নিচে যোজকের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো-
১। সাধারণ যোজকঃ এই যোজক দুই শব্দ বা বাক্যকে জুড়ে দেয়। যেমন- ধন ও সম্পদ দুটোই পেয়েছি।
২। বৈকল্পিক যোজকঃ এ ধরনের যোজক সাধারণত দুটি বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন- তিনি ট্রেনে অথবা বাসে ঢাকা যেতে পারেন।
৩। বিরোধমূলক যোজকঃ এ ধরনের যোজক সাধারণত দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়, যার একটি অন্যটির কারণ নির্দেশ করে।
৪। কারণবাচক যোজকঃ এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়, যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন- অপরাধ করেছ, তাই শাস্তি পাচ্ছ।
৫। সাপেক্ষ যোজকঃ বাক্যস্থিত পরস্পর নির্ভরশীল যোজকগুলো হচ্ছে সাপেক্ষ যোজক। যেমন- যত গর্জে তত বর্ষে না।

১৬। অনুসর্গ কাকে বলে? অনুসর্গের প্রকারভেদ উদাহরণ আলোচনা কর।

উত্তর: বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো বাক্যে বিভক্তির মতো কাজ করে অর্থাৎ বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদ বা শব্দের মধ্যে সংযোগ ঘটায় বা সম্পর্কে সৃষ্টি করে তাদেরকে অনুসর্গ বলে।
গঠন অনুসারে অনুসর্গ দুই প্রকার।
ক. নাম অনুসর্গ খ. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ
ক. নাম অনুসর্গ: যে সব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে এসেছে তাদের নাম অনুসর্গ বলে। নাম অনুসর্গ আরও তিন প্রকার। যথা- ১. সংস্কৃত অনুসর্গ, ২. বিবর্তিত অনুসর্গ, ৩.ফারসি অনুসর্গ।
১। সংস্কৃত অনুসর্গ: সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় আসা অনুসর্গকে সংস্কৃত অনুসর্গ বলা হয়। যেমন- তার জন্যে আর অপেক্ষা করবো না।
২। বিবর্তিত অনুসর্গ: সংস্কৃত থেকে উদ্ভব হয়েছে এমন অনুসর্গকে বিবর্তিত অনুসর্গ বলা হয়। যেমন- আমার কাছে বইটা নেই।
৩। ফারসি অনুসর্গ: ফারসি ভাষা থেকে আগত অনুসর্গকে ফারসি অনুসর্গ বলা হয়। যেমন- বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কার খেলা চলছে।
খ. যে অনুসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে তাকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন- কাপড়গুলো ভালো করে পরিষ্কার কর।

নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মহিমামণ্ডিত	মহিমমণ্ডিত	অহর্নিশি	অহর্নিশ
সলজ্জিত	লজ্জিত, সলজ্জ	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
সশঙ্কিত	সশঙ্ক, শঙ্কিত	অনাথিনী	অনাথা
সাবধানী	সাবধান	অধিনী	অধীনা
সাবহিত	অবহিত	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী বা সম্ভ্রান্ত
আদ্যাক্ষর	আদ্যক্ষর	নিরোগ, নীরোগী	নীরোগ
আপ্রাণ	প্রাণপণ	আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ বা কণ্ঠ পর্যন্ত
গোপিনী	গোপী	আবশ্যক নাই	আবশ্যকতা নাই
যদ্যাপি	যদ্যপি	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত, উপরিউক্ত
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া	উদ্বেলিত	উদ্বেল
তড়িতাহত	তড়িদাহত	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
অধীনী	অধীনা	উদাসিনী	উদাসীনা
অপ্সরী	অপ্সরা	কর্তাকারক	কর্তৃকারক
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	গড্ডলিকা	গড্ডালিকা
সপিনী	সর্পী	জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
চন্দ্রবদনী	চন্দ্রবদনা	জাগ্রতাবস্থা	জাগ্রদাবস্থা
নিরপরাধী	নিরপরাধ	দিনরাত	দিনরাত্রি
নিরভিমানী	নিরভিমান	পৃথকান্ন	পৃথগন্ন
অসহ্যনীয়	অসহ্য, অসহনীয়	দংশিত	দষ্ট
অগ্রসরমান	অগ্রসর	ধর্মাত্মাগণ	ধর্মাত্মগণ
অধীনস্থ	অধীন	নীরোগী	নীরোগ
করিতকর্মা	কৃতকর্মা	ননদিনী	ননদ
গৌরবত্ব	গৌরব	পশ্বাধম	পশ্বধম
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য	প্রসারতা	প্রসার
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী	ফেন	ফেণ
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা	বক্ষোপরি	বক্ষউপরি
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	অতিথিশালা	অতিথি নিবাস
বয়োকনিষ্ঠ	বয়ঃকনিষ্ঠ	অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী
বিধর্মী	বিধর্মা	অর্ধেক	অর্ধ
বৈরতা	বৈরী	অনাথিনী	অনাথা
ভগবান প্রদত্ত	ভগবৎ-প্রদত্ত	অশ্রুজল	চোখের জল/অশ্রু
মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত	আদ্যোপান্ত	আদ্যন্ত
মৈত্রতা	মিত্রতা	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
মনঃকষ্ট	মনোকষ্ট	আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা	আহরিত	আহৃত

অশুদ্ধবাক্য : রহিম ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম/তর।
শুদ্ধবাক্য : রহিম ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠ।
অশুদ্ধবাক্য : আপনি সদাসর্বদা জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।
শুদ্ধবাক্য : আপনি সর্বদা/সব সময় জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।
অশুদ্ধবাক্য : আপনি জনগণের হয়েও তাদের পক্ষে সাক্ষী দেননি।
শুদ্ধবাক্য : আপনি জনগণের হয়েও তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেননি।
অশুদ্ধবাক্য : ঘটনাটি শুনে আপনি তো উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিলেন।
শুদ্ধবাক্য : ঘটনাটি শুনে আপনি তো উদ্বেল হয়েছিলেন।
অশুদ্ধবাক্য : বাসের ধাক্কায় তিনি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।
শুদ্ধবাক্য : বাসের ধাক্কায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

অশুদ্ধবাক্য : আপনার এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন।
শুদ্ধবাক্য : আপনার এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনি দিবারাত্র/দিনরাত পরিশ্রম করেছেন।
অশুদ্ধবাক্য : আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন নর-নারীর বৈষম্যতা দূর করতে।
শুদ্ধবাক্য : আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন নর-নারীর বৈষম্য দূর করতে।
অশুদ্ধবাক্য : শুধু নিজের না, দেশের উৎকর্ষতা সাধন করা প্রত্যেকেরই উচিত।
শুদ্ধবাক্য : শুধু নিজের না, দেশের উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা সাধন করা প্রত্যেকেরই উচিত।
অশুদ্ধবাক্য : বেশি চাতুর্যতা দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই দল থেকে বাদ পড়লেন।
শুদ্ধবাক্য : বেশি চাতুর্য/চতুরতা দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই দল থেকে বাদ পড়লেন।
অশুদ্ধবাক্য : তার কথার মাধুর্যতা নাই।
শুদ্ধবাক্য : তার কথার মাধুর্য বা মধুরতা নাই।
অশুদ্ধবাক্য : ঢাকা দিন দিন তার ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলছে।
শুদ্ধবাক্য : ঢাকা দিন দিন তার ভারসাম্য/ভারসমতা হারিয়ে ফেলছে।
অশুদ্ধবাক্য : অন্য কোন উপায়ন্ত না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।
শুদ্ধবাক্য : অন্য কোন উপায় না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।
অশুদ্ধবাক্য : সে ক্যান্সারজনিত কারণে মারা গিয়েছে।
শুদ্ধবাক্য : সে ক্যান্সার/ক্যান্সারজনিক রোগে মারা গিয়েছে।
অশুদ্ধবাক্য : ঢাকার সৌন্দর্যতা বৃদ্ধিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।
শুদ্ধবাক্য : ঢাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।
অশুদ্ধবাক্য : অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢুকা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
শুদ্ধবাক্য : অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢুকা আইনত দণ্ডনীয়/আইনত অপরাধ।
অশুদ্ধবাক্য : এত বড় মানুষ হয়েও আপনার সৌজন্যতার কমতি নাই।
শুদ্ধবাক্য : এত বড় মানুষ হয়েও আপনার সৌজন্যের/সুজনতার কমতি নাই।
অশুদ্ধবাক্য : শহীদুল্লাহ কায়সার এবং মুনীর চৌধুরী দুজনই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন।
শুদ্ধবাক্য : শহীদুল্লাহ কায়সার ও মুনীর চৌধুরী দুজনই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন।
অশুদ্ধবাক্য : আগুনের দ্বারা নিভে গেছে কতগুলো প্রাণ।
শুদ্ধবাক্য : আগুনে নিভে গেছে কতগুলো প্রাণ।

(বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ এইগুলো সাজেশন থেকে হুবুহু কমন আসবে না মূল বই থেকে আরও বেশি বেশি পড়তে হবে)

ঃরচনাঃ

১। পদ্মা সেতু।
২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৩। কারিগরি শিক্ষা ও স্মার্ট বাংলাদেশ
৪। কারিগরি শিক্ষা/ কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব/ বেকার সমস্যা সমাধানে কারিগরি শিক্ষা
৫। শ্রমের মর্যাদা
৬। অধ্যবসায়
৭। সময়ের মূল্য
৮। বেকার সমস্যা ও প্রতিকার
৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
১০। মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার
১১। স্বদেশপ্রেম
১২। তুমার জীবনের লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য
১৩। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি
১৪। মানব কল্যাণে বিজ্ঞান।
১৫। ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ/বাংলাদেশের ষড়ঋতু।
১৬। তোমার প্রিয় শখ
১৭। সংবাদপত্র
১৮। কম্পিউটার
১৯। যানজট
২০। কর্ণফুলী টানেল
২১। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা

এই সাজেশনটি "HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি" ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

(এই রচনা গুলোর উত্তর পেতে রচনার নাম লিখে ইন্টারনেটে সার্চ করুন। সকল রচনার উত্তর লিখতে গেলে সাজেশন দীর্ঘ হয়ে যাবে।)

HSC BMT